বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>010>>26 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০১০ >> << ২৬শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

জিম্মিরা মুক্ত হওয়ামাত্রই গাজার সুড়ঙ্গগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ইসরায়েলের

জেরুজালেম : গাজা থেকে জিম্মিরা মুক্ত হওয়ার পরপরই সেখানকার ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্কের অবশিষ্টাংশ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনে এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আজ রোববার ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এ কথা বলেছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ বলেছেন, যে দেশটির উদ্যোগে তিন দিন আগে গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে, সেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একটি 'আন্তর্জাতিক' তদারকিতে এই অভিযান চলবে।

এক বিবৃতিতে কাৎজ বলেছেন, 'জিম্মিদের মুক্তি পাওয়ার ধাপটি শেষ হলে ইসরায়েলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জটি হবে গাজায় হামাসের সব সুড়ঙ্গ ধ্বংস করা। এ অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে আমি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছি।'

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস গাজায় ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। এ ধরনের সুড়ঙ্গ ব্যবহার করে ইসরায়েলের গোয়েন্দা নজরদারির বাইরে থেকে কাজ করার সুযোগ পায় তারা। এর মধ্যে কিছু সুড়ঙ্গ সীমানার বেড়ার নিচ দিয়ে ইসরায়েলে ঢুকে পড়েছে। এগুলো ব্যবহার করে ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালানোর সুযোগ পায় হামাস।

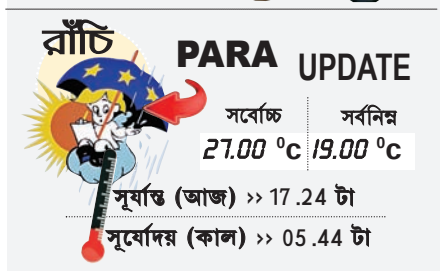

'জিম্মিদের মুক্তি পাওয়ার ধাপটি শেষ হলে ইসরায়েলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জটি হবে গাজায় হামাসের সব সুড়ঙ্গ ধ্বংস করা। এ অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে আমি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছি।'

(ইসরায়েল কাৎজ, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী)

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস সীমান্ত পার হয়ে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ঢুকে হামলা চালায়। জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এর পর থেকে দুই বছর ধরে ইসরায়েলি হামলা চালিয়ে বেশ কিছু সুড়ঙ্গ ধ্বংস করে দিয়েছে।

কাৎজ বলেছেন, হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ ও সংগঠনটির সামরিক ক্ষমতা কমানোর রূপরেখা অনুযায়ী বাকি সুড়ঙ্গগুলো ধ্বংস করা হবে। গাজায় যুক্তরাষ্ট্রসমর্থিত যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হামাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রথম ধাপ মেনে নিয়েছে। এর আওতায় গত শুক্রবার থেকে গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামীকাল সোমবার ৪৮ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। এর মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের জীবিত অবস্থায় তুলে দেওয়া হবে। আর যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের লাশ হস্তান্তর করা হবে।

ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েল ২৫০ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেবে। এর মধ্যে প্রাণঘাতী হামলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া কয়েকজন ব্যক্তিও আছেন। গাজা থেকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হাতে আটক হওয়া ১ হাজার ৭০০ জন ফিলিস্তিনিও মুক্তি পাবেন।

তবে হামাস এখনো পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণের জন্য রাজি হয়নি। আজ রোববার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হোসাম বাদরান বলেছেন, মার্কিন পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে অনেক জটিলতা এবং সমস্যার বিষয় আছে।

পাকিস্তানের ৫৮ সেনা হত্যার দাবি কাবুলের, ১৯ আফগান ফাঁড়ি 'দখল' ইসলামাবাদের

কাবুল : আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তে গতকাল শনিবার রাতে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের পর কাবুল দাবি করেছে, তাদের অভিযানে ৫৮ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন। অন্যদিকে সংঘর্ষকালে আফগান সীমান্তের ১৯টি ফাঁড়ি দখলে নেওয়ার দাবি করেছে ইসলামাবাদ। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে কাবুলে পাকিস্তানের বিমান হামলাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত রাতে ওই সংঘর্ষ হয়। আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদের বরাতে দেশটির সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজ আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্ট দিয়েছে। তাতে বলা হয়, পাকিস্তানের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আফগান বাহিনীর হাতে এসেছে। অভিযানে ২০ জনের বেশি তালেবান সেনা হতাহত হয়েছেন। পাকিস্তান তাৎক্ষণিকভাবে তালেবান সরকারের এ দাবি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

আজ সকালে তালেবান কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা কুনার ও হেলমান্দ প্রদেশের সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়ে তিনটি ফাঁড়ি দখল করেছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, তাদের সেনারা ১৯টি আফগান সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করেছেন। নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, এসব ফাঁড়িতে থাকা আফগান সেনারা হয় নিহত হয়েছেন, নয় পালিয়েছেন।

আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়েতুল্লাহ খোয়ারিজমি গত রাতে বলেন, আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে বারবার পাকিস্তানের সীমানা লঙ্ঘন ও বিমান হামলার জবাবে তালেবান 'সফল প্রতিশোধমূলক অভিযান' চালিয়েছে। এক্সে তিনি বলেন, অভিযানটি মধ্যরাতে শেষ হয়েছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, দেশটির সেনারা ১৯টি আফগান সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করেছেন। নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে বলা হয়, এসব ফাঁড়িতে থাকা আফগান যোদ্ধারা হয় নিহত হয়েছেন, নয় পালিয়েছেন।

পাকিস্তান টেলিভিশনে (পিটিভি) সম্প্রচারিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, কুররাম অঞ্চলে আফগান সীমান্ত ফাঁড়িগুলোয় আগুন জ্বলছে। কয়েকজন আফগান সেনা আত্মসমর্পণ করেছেন বলে সেখানে দাবি করা হয়। বেসামরিক জনগণের ওপর আফগান বাহিনী গুলিবর্ষণ করেছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আফগানিস্তান বিনা উসকানিতে এ হামলা করেছে। পাকিস্তানের সাহসী বাহিনী দ্রুত ও কার্যকরভাবে এর জবাব দিয়েছে। কোনো ধরনের উসকানি সহ্য করা হবে না।

মোহসিন নাকভি, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আবার নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাতে রেডিও পাকিস্তান বলেছে, পাকিস্তানি বাহিনী তালেবানের মানোজবা ক্যাম্প ব্যাটালিয়ন সদর, জান্দুসার ফাঁড়ি, তুর্কমেনজাই ক্যাম্প ও খারচার ফোর্ট ধ্বংস করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমটি আরও বলে, সীমান্তের কাছে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ঘাঁটিতে 'অত্যন্ত নিখুঁতভাবে' হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তান। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিমান হামলার দুদিন পর এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। গত বৃহস্পতিবারের ওই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছে তালেবান।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভির দাবি, বেসামরিক জনগণের ওপর আফগান বাহিনী গুলিবর্ষণ করেছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আফগানিস্তান বিনা উসকানিতে এ হামলা করেছে। পাকিস্তানের সাহসী বাহিনী দ্রুত ও কার্যকরভাবে এর জবাব দিয়েছে। কোনো ধরনের উসকানি সহ্য করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিমান হামলার দুই দিন পর এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। গত বৃহস্পতিবারের ওই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছে তালেবান।

তবে ইসলামাবাদ ওই হামলার দায় স্বীকার করেনি বরং তারা অভিযোগ করেছে, আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) যোদ্ধাদের আশ্রয় দিচ্ছে যারা ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে।

নয়াদিল্লি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আর তালেবান জানিয়েছে, তারা তাদের ভূখণ্ড অন্য দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেয় না।

ওপেন সিক্রেট

ট্রুডোকে দেখা যায় পেরির কোমর জড়িয়ে ধরে আছেন

গভীর চুম্বনে মগ্ন জাস্টিন ট্রুডো ও কেটি পেরি, ধরা পড়লেন ক্যামেরায়

প্যারিস : হলিউডের আলোচিত গায়িকা কেটি পেরি আর কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রেম করছেন, এটা ওপেন সিক্রেট। গত কয়েক মাসে তাঁদের নানা সময়ে পাওয়া গেছে রোমান্টিক মুহূর্তে। এবার তাঁদের পাওয়া গেল এক ইয়টে সময় কাটাতে।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য ডেইলি মেইল প্রকাশিত ছবিগুলোয় দেখা যায়, ৪০ বছর বয়সী পেরি নিজের বিলাসবহুল ইয়ট কারাভেলের ডেকে কালো সুইম স্যুট পরে আছেন। পাশে ৫৩ বছর বয়সী ট্রুডোশার্টবিহীন, পরনে শুধু জিনস। দুজনকে সেখানে গভীর চুম্বনে মগ্ন দেখা গেছে।

আরও কিছু ছবিতে ট্রুডোকে দেখা যায় পেরির কোমর জড়িয়ে ধরে আছেন। ছবিগুলো নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা উপকূলে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এক পর্যটকের ক্যামেরায় ধরা পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

এক প্রত্যক্ষদর্শী ডেইলি মেইলকে বলেন, 'তাঁরা একটি পর্যটক নৌকার কাছে এসে থামেন। এরপর হঠাৎই একে অপরকে চুম্বন করতে শুরু করেন। প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে ট্রুডোর হাতে থাকা ট্যাটুটি দেখে চিনে ফেলি।'

গুজবের সূত্রপাত জুলাইয়ে

পেরি আর ট্রুডোর প্রেমের গুঞ্জন প্রথম শোনা যায় গত জুলাইয়ে, যখন দুজনকে মন্ট্রিয়লের এক রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে দেখা যায়। তার কিছুদিন পরই তাঁরা একসঙ্গে মাউন্ট রয়্যাল পার্কে হাঁটতে বের হন। ট্রুডোকে পরবর্তী সময়ে পেরির কানাডায় অনুষ্ঠিত 'লাইফটাইমস' ট্যুর-এর দর্শক সারিতেও দেখা গেছে।

সম্পর্কে ফাটল

আগস্টে ডেইলি মেইলকে এক সূত্র জানিয়েছিল, প্রচারণা আর মিডিয়ার বাড়াবাড়িতেই নাকি তাঁদের সম্পর্ক কিছুটা 'ঠান্ডা' হয়ে গেছে। সূত্রের ভাষায়, 'দুজনেই খুব ব্যস্ত মানুষ। জুলাই মাসজুড়ে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেও এখন সেটা অনেক কমে গেছে। তবে খারাপ কিছু নয়, কেবল সম্পর্কের নতুনত্বটা হয়তো কমে এসেছে।' নতুন ছবিগুলো প্রমাণ করে তাঁদের সম্পর্ক এখনো অটুট।

পুরোনো সম্পর্কের ইতি

পেরি এ বছরের জুনে অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে দীর্ঘ নয় বছরের সম্পর্কের অবসান ঘটান। তাঁদের রয়েছে এক কন্যাসন্তানডেইজি ডাভ (৫)। অন্যদিকে ট্রুডো ও তাঁর স্ত্রী সোফি ২০২৩ সালে আলাদা হন। তাঁদের তিন সন্তানজেভিয়ার (১৭), এলা-গ্রেস (১৬) ও হ্যাড্রিয়েন (১১)।সম্পর্ক নিয়ে কেটি পেরি অথবা জাস্টিন ট্রুডো কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করেননি।

জেসিন্ডা আরডার্ন : বিশ্ব কি তাঁকে ভুলে যাবে

ক্রাইস্টচার্চ : রাজনীতি এমন এক মঞ্চ, যেখানে নেতারা আসেন, প্রভাব বিস্তার করেন, আর একদিন সরে দাঁড়ান। কিন্তু কিছু নেতা থাকেন মানুষের স্মৃতিতে, তাঁদের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের কারণে। জেসিন্ডা আরডার্ন ঠিক এমন একজন, যিনি নেতৃত্বে এনেছিলেন নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে মিশে ছিল সহানুভূতি, সাহস আর মানবিকতা। ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জেসিন্ডার শাসনকাল শুধু নিউজিল্যান্ড নয়, পুরো বিশ্বরাজনীতির জন্যও এক অনন্য অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে খোদিত হয়েছে। এখন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী তেমন আলোচনায় নেই। আছেন স্বামী ক্লার্ক গেফোর্ড, একমাত্র কন্যা ও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ততায় নিজের দেশ নিউজিল্যান্ড ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যদি আড়ালে থাকেন, তাহলে কি আমরা এই মহিয়সীকে ভুলে যাব? আমরা চাইলেও জেসিন্ডাকে ভুলতে পারব না। কারণ, এ বছরের জুনে প্রকাশিত হয়েছে আরডার্নের স্মৃতিকথা 'আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অব পাওয়ার'।

বাজার দর

SENSEX : 82500.82 +328.72
NIFTY : 25285.35 +103.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .24 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .44 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সংঘর্ষের পর আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধের ঘোষণা পাকিস্তানের

চামান, পাকিস্তান : পাকিস্তান ও আফগান বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের পর আজ রোববার সীমান্তপথগুলো বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান। দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে আফগান সেনারা পাকিস্তানের সীমান্তচৌকিগুলোর দিকে গুলি চালান। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, এর মাধ্যমে তারা গত সপ্তাহে আফগানিস্তানের ভেতর পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রতিশোধ নিয়েছে। তবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা গোলাবর্ষণ ও ভারী অস্ত্র দিয়ে পাল্টা জবাব দিয়েছে। পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের দাবি, পাল্টা হামলায় আফগান সীমান্তের কয়েকটি চৌকি ধ্বংস হয়েছে। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানান, আজ সকালে সংঘর্ষ প্রায় থেমে যায়। তবে পাকিস্তানের কুররম অঞ্চলে থেমে থেমে গোলাগুলি চলতে থাকে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও বাসিন্দারা। সীমান্ত বন্ধের বিষয়ে কাবুল তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আগেই জানিয়েছে, তাদের সামরিক অভিযান স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতে শেষ হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাতে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধান দুই সীমান্তপথতোরখাম ও চামান আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ছোট তিনটি সীমান্ত পারাপারের পথখারলাচি, আঙ্গুর আড্ডা ও গুলাম খান বন্ধ করা হয়েছে। সীমান্ত বন্ধের বিষয়ে কাবুল তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আগেই জানিয়েছে, তাদের সামরিক অভিযান স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতে শেষ হয়েছে। আজ তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ বলেন, 'আফগানিস্তানের কোনো অংশেই এখন কোনো ধরনের নিরাপত্তাহুমকি নেই।' স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রায় ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার (১ হাজার ৬০০ মাইল) দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, তালেবান প্রশাসন পাকিস্তানবিরোধী সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে, যাঁরা ভারতের সহায়তায় পাকিস্তানে হামলা চালান। তবে কাবুল এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আফগানিস্তানের কোনো অংশেই এখন কোনো ধরনের নিরাপত্তাহুমকি নেই।

জাবিউল্লাহ মুজাহিদ, তালেবান সরকারের মুখপাত্র

কাবুলের তরফে পাকিস্তানের যে বিমান হামলার কথা বলা হচ্ছে, সেটি ইসলামাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। তবে পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বরাতে বলা হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার কাবুলে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) এক নেতাকে লক্ষ্য করে ওই বিমান হামলা চালানো হয়। তিনি নিহত হয়েছেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। টিটিপি পাকিস্তানে সরকারের পতন ঘটিয়ে একটি ইসলামপন্থী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সংগঠনটির সঙ্গে আফগান তালেবানের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বিশ্বে ডিডলারাইজেশনের গতি কেন বেড়ে গেছে?

বেইজিং ঃ পার্সটুডে চীনের বাণিজ্যিক লেনদেনে ইউয়ানের (চীনা মুদ্রা) অংশ প্রায় ৫৩ এ পৌঁছেছে, যা ডলারের ৪৭ শতাংশ শেয়ারকে ছাড়িয়ে গেছে। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনটি ঘটেছে এমন একটি প্রেক্ষাপটে যখন ২০১০ সালে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইউয়ানের অংশ ছিল প্রায় শূন্য।

পার্স টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো ইউয়ান চীনের আন্তঃসীমান্ত লেনদেনে ডলারকে ছাড়িয়ে গেছে, যেখানে ইউয়ানের অংশ ৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে এবং ডলারের অংশ নেমে এসেছে ৪৭ শতাংশে। এটি শুধু একটি অর্থনৈতিক সাফল্য নয়, বরং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা, যেখানে আর ডলার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারছে না এবং বিশ্ব দ্রুতই ডিডলারাইজেশন (ডলার ভিন্ন অন্য মুদ্রায় লেনদেন)-এর পথে এগোচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় প্রভাবশালী মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত। এই আধিপত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগে, মূলধনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক নীতি প্রভাবিত করার সুযোগ দিয়েছে। বিশেষত সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ডলারকে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা, ইরানের বিরুদ্ধে আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং চীনের বিরুদ্ধে অনুরূপ হুমকি, সবই- এই নীতির উদাহরণ। এর ফলে বহু দেশ বুঝতে পেরেছে যে, ডলারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এক বড় কৌশলগত ঝুঁকি।

এই ঝুঁকির প্রতিক্রিয়ায়, চীন, রাশিয়া, ভারত, ইরান এবং এমনকি কিছু ইউরোপীয় দেশ ডলারের উপর নির্ভরতা কমাতে প্রচেষ্টা শুরু করেছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে জাতীয় মুদ্রা ব্যবহার, সুইফট (SWIFT)-এর থেকে স্বাধীন পেমেন্ট সিস্টেম তৈরি এবং বাণিজ্যিক অংশীদারদের সাথে মুদ্রা বিনিময় চুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা প্রসারিত হচ্ছে। এই পথের অগ্রদূত রাশিয়া ঘোষণা করেছে যে, মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সাথে তার বাণিজ্যিক লেনদেন ৪৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে এবং এই লেনদেনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয় মুদ্রায় করা হচ্ছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জোর দিয়েছেন, এই প্রক্রিয়াটি পদ্ধতিগতভাবে প্রসারিত হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য হল- দেশগুলোর আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা।

চীনও এই পথে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। বেইজিং সরকার ইউয়ানকে ডলারের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন মূলধন নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য চীনা বাজার আকর্ষণীয় করা, বিদেশি দেশগুলোকে ইউয়ানভিত্তিক বন্ড ইস্যুর সুযোগ দেওয়া, এবং সুইফট-এর বিকল্প হিসেবে আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম CIPS নামক আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এছাড়া, ইউয়ানভিত্তিক ডিজিটাল মুদ্রা mBridge প্রকল্প ইতোমধ্যে বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের (BIS) তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী ইউয়ানের দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ ৮১৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে এবং বৈশ্বিক মুদ্রা লেনদেনে এর অংশ ৮.৫ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ইউয়ানকে বিশ্বের পঞ্চম সর্বাধিক লেনদেনকৃত মুদ্রার স্থানে এনেছে এবং ব্রিটিশ পাউন্ডের সাথে এর ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। বৈশ্বিক মুদ্রা লেনদেনে পাউন্ডের অংশ ১০.২ এ পৌঁছালেও, যা তিন বছর আগের তুলনায় কম, ইউয়ান দ্রুত গতিতে বিশ্বের চতুর্থ স্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু এই পরিবর্তন কেবল পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক চীন থেকে আমদানিকৃত সকল পণ্যের উপর ১০০ শুল্ক ঘোষণার পর, মার্কিন ও বিশ্বের আর্থিক বাজারগুলো উল্লেখযোগ্য পতনের সম্মুখীন হয়েছে। মার্কিন স্টক মার্কেটের মূল্য প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ডলার কমেছে এবং টেসলা, অ্যামাজন, অ্যাপল এবং এনভিডিয়ার মতো বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াগুলো বাণিজ্যিক উত্তেজনা এবং মার্কিন শিল্পের চীনা কাঁচামাল ও প্রযুক্তির উপর তীব্র নির্ভরতার মুখে বৈশ্বিক অর্থনীতির নাজুকতা নির্দেশ করে।

বিশ্লেষকদের মতে, ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি, একই সাথে চীন সফলভাবে বৈশ্বিক বাণিজ্যে ইউয়ানের ভূমিকা প্রসারিত করছে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। যদিও ট্রাম্প আগের মেয়াদেও অনুরূপ শুল্ক আরোপ করেছিলেন এবং পরে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, মার্কিন শিল্পের চীনা কাঁচামাল ও প্রযুক্তির উপর ব্যাপক নির্ভরতা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের 'ইউয়ান-করণ'-এর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সহজে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দিয়েছে।

এদিকে, ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এমনকি কিছু ইউরোপীয় দেশও ডলারের উপর নির্ভরতা কমানোর উপায় খুঁজছে। ব্রিকস (BRICS) জোট তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে জাতীয় মুদ্রার ব্যবহার শক্তিশালীকরণ বা একটি সাধারণ মুদ্রা তৈরির পরিকল্পনা করেছে। এই সমস্ত পদক্ষেপ একটি বহু-মেরু আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটানোর দিকে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, গোল্ডম্যান স্যাক্সের পূর্বাভাস নির্দেশ করে যে, বিশ্ব অর্থনীতি একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে এমন একটি পর্যায় যেখানে এশিয়া বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে।

যদিও ডলারের সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপনের জন্য এখনও একটি দীর্ঘ পথ বাকি আছে, তবুও বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি নতুন পথ শুরু হয়েছে এবং ডিডলারাইজেশনের রেলগাড়িটি একটি অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই পথে, যেকোনো দেশই মার্কিন আর্থিক আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাদেরকেও এতে যোগ দিতে হবে। বাস্তবে, বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যত এমন একটি মুদ্রার উপর নির্ভরশীল যা বলপ্রয়োগে নয়, বরং বিশ্বাসের ওপর নির্মিত হবে।

গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধে ফিলিস্তিনি-সমর্থিত যেকোনো উদ্যোগকে ইরান সমর্থন করে

তেহরান ঃ ইরানের সংসদ স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কলিবাফ বলেছেন, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধে ফিলিস্তিনিদের সমর্থিত যেকোনো উদ্যোগকে তার দেশ সমর্থন করে।

ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের মধ্যে মার্কিন-মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার দুই দিন পর রোববার পার্লামেন্টের এক উন্মুক্ত অধিবেশনে কলিবাফ এই মন্তব্য করেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় ইসরায়েলি বন্দীদের ফিলিস্তিনি অপহৃতদের সঙ্গে বিনিময়, দখলদার বাহিনীর গাজায় একটি সম্মত বিন্দুতে প্রত্যাহার এবং অবরুদ্ধ অঞ্চলে মানবিক সহায়তা সরবরাহের অনুমতি দেয়া হবে। কলিবাফ বলেন যে ইরান ফিলিস্তিনি জনগণ এবং প্রতিরোধ সংগঠনগুলোর জরুরি দাবির ওপর জোর দেয় যার মধ্যে রয়েছে গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করা। সেইসাথে ভূখণ্ড দখল এবং ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা বন্ধের পাশাপাশি উপত্যকার অবরোধ প্রত্যাহার এবং খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রবেশের জন্য ক্রসিং পুনরায় চালু করা। কলিবাফ বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং গণহত্যা বন্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থিত যেকোনো উদ্যোগকে সমর্থন করে। সংসদ স্পিকার আরো উল্লেখ করেছেন যে গাজা যুদ্ধবিরতি হামাসকে নির্মূল এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করে নেয়ার বিষয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার পরাজয়। কলিবাফ বলেন, দুই বছরের গণহত্যা, দুর্ভিক্ষ এবং নারী ও শিশু হত্যার পর, গাজার জনগণের দৃঢ়তা এবং প্রতিরোধের অক্ষের সমর্থন বিশ্বকে একবিংশ শতাব্দীর নাৎসিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি শাসক গোষ্ঠীকে পরাজয় মেনে নিতে এবং একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল যা তাদের ঘোষিত কোনও লক্ষ্যই পূরণ করেনি, কলিবাফ আরও জোর দিয়ে বলেন যে ফিলিস্তিনি জাতি উচ্চ মানবিক মূল্য বহন করার পরেও অপরাধী শাসক গোষ্ঠীর ওপর তার দাবি আরোপ করেছে। তিনি বলেন, ইসরায়েলি অপরাধীরা বিচ্ছিন্ন এবং ঘৃণ্য, যখন ফিলিস্তিন গর্বিত এবং স্বাধীন। এদিকে, তিনি বিশ্বের সরকারগুলো এবং আন্তর্জাতিক আদালতকে গাজায় গণহত্যা সংঘটিত এবং সহায়তাকারী অপরাধী ইসরায়েলি কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের বিচারের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সংসদ স্পিকার বলেন, ফিলিস্তিনি জাতি এবং প্রতিরোধ অক্ষ সজাগ এবং গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনকারী যেকোনো প্রতারণামূলক কাজ বা অনুশীলনের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত।

ডুরান্ড লাইনে ভয়ানক সংঘর্ষ পাক-আফগান উত্তেজনার পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

কাবুল ঃ পাকিস্তানের বিমান হামলা ও তালেবানের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার পর আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ডুরান্ড লাইন বরাবর এই উত্তেজনা নানা মহলে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দুই পক্ষকে সংযম প্রদর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে সংকটের বিস্তার রোধ করার আহ্বান জানিয়েছে। কাবুল ও আফগানিস্তানের কয়েকটি সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তানের বিমান হামলার পর এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামাবাদের দাবি, এ হামলার লক্ষ্য ছিল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান বা টিটিপি গোষ্ঠীর ঘাঁটি ধ্বংস করা। তবে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার এই পদক্ষেপকে জাতীয় সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের সীমান্ত ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। আফগান তালেবান সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো দাবি করেছে, তাদের বাহিনী কুনার, নানগারহার ও হেলমান্দ প্রদেশে পাকিস্তানের কয়েকটি সীমান্ত চৌকি দখল করেছে এবং পাকিস্তানের ভেতরে প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। অন্যদিকে, ইসলামাবাদ এই দাবিগুলো অস্বীকার করেছে এবং তালেবানের হামলার নিন্দা জানিয়ে পাল্টা অভিযানে তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করার দাবি করেছে।

এই সংকটের মূল শেকড় খুঁজতে হলে ডুরান্ড লাইন নিয়ে দুই দেশের পুরোনো বিরোধের দিকে নজর দিতে হবে। ডুরান্ড লাইন এমন একটি সীমান্ত লাইন যা ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার নির্ধারণ করেছিল এবং যা আজও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সংবেদনশীল বিরোধপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে রয়ে গেছে। এদিকে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ও সৌদি আরব ক্রমবর্ধমান এই উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দুই দেশকে সংযম প্রদর্শন ও কূটনৈতিক পথে সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই সংঘাত অব্যাহত থাকলে তা পুরো অঞ্চলকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। তাদের মতে, প্রকৃত সমাধান যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বরং কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা ও সংলাপের মধ্যেই নিহিত কারণ ডুরান্ড লাইনে নতুন করে বড় যুদ্ধ শুরু হলে তাতে ক্ষতির শিকার হবে দুই দেশের সাধারণ মানুষ।

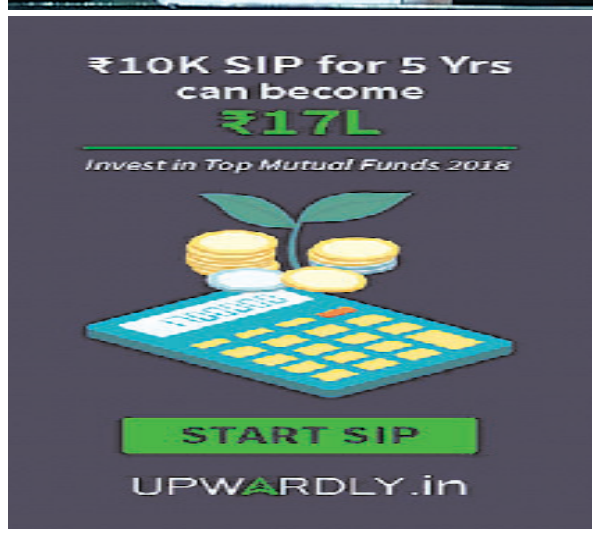

মার্কিন মানবাধিকার লঙ্ঘন ঃ সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে নির্যাতন কর্মসূচি পর্যন্ত

তেহরান ঃ যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের পক্ষের শক্তি হিসেবে দাবী করে, কিন্তু ১৭৯৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশটির ৪৬৯টি সামরিক হস্তক্ষেপের নথি এবং প্রতিবেদন তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা নিজেকে বিশ্বে মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে, কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশটির কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করলে এই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র উপস্থাপন করা হয়। ব্যাপক সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে পদ্ধতিগত নির্যাতন কর্মসূচি পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি অন্ধকার রেকর্ড রয়েছে। পার্সটুডে থেকে এই সংবাদ প্যাকেজে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকারের সেই অন্ধকার রেকর্ড যুদ্ধের উসকানি থেকে নির্যাতন পর্যন্ত, সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাস

মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস (CRS) এর এক প্রতিবেদন অনুসারে, দেশটি ১৭৯৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪৬৯টি সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে ১৯৯১ সালে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে, মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে, ওয়াশিংটন ২৫১টি সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে, যার মধ্যে প্রায় সমস্ত ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয় দেশসহ বেশিরভাগ আফ্রিকার দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গোপন নির্যাতন কর্মসূচি ঃ মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়গুলোর মধ্যে একটি হল বিভিন্ন কারাগারে দেশটির নির্যাতন কর্মসূচি। গুয়ান্তানামো বে-এর একজন বন্দী আবু জুবাইদাহ ২০০২ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে গোপন সিআইএ সাইটগুলোতে তার ওপর পরিচালিত নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে ৪০টি চিত্রকর্মের একটি সিরিজ তৈরি করেছিলেন। নির্যাতন কর্মসূচির বিবরণ গোপন রাখার জন্য সিআইএ এবং এফবিআই বছরের পর বছর চেষ্টা করার পরেও ছবিগুলো প্রকাশ করা হয়েছিল। ইরাকের আবু গারিব কারাগার মার্কিন অপরাধের আরেকটি উদাহরণ যেখানে বন্দীদের ওপর পরিকল্পিত নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে।

আফগানিস্তানে যুদ্ধাপরাধ ঃ আফগানিস্তানে ২০ বছরের যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনী অসংখ্য যুদ্ধাপরাধ করেছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছিল ২৯শে আগস্ট, ২০২১ তারিখে কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলা, যা তারা প্রথমে নির্ভুল অভিযান হিসেবে রক্ষা করেছিল, কিন্তু জনমতের চাপ ও সুদৃঢ় প্রমাণের পর, এটিকে দুঃখজনক ভুল বলে অভিহিত করে। ওই হামলায় সাত শিশুসহ ১০ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। ওয়াশিংটন কেবল এই অপরাধগুলো স্বীকার করতেই অস্বীকার করে নি বরং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আফগানিস্তানে তার যুদ্ধাপরাধের তদন্তও বন্ধ করে দিয়েছে।

ভিয়েতনামে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ঃ ভিয়েতনাম যুদ্ধ আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়গুলোর একটি। দেশটি ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ করে। ওই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ভিয়েতনামী নিহত হয়েছিল। এজেন্ট অরেঞ্জের ব্যবহার কেবল সেই সময়ে মানুষকেই হত্যা করেনি, বরং ভিয়েতনামীদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে জন্মগত ত্রুটি এবং ক্যান্সার আকারে তার চিহ্নও রেখে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় ভিয়েতনাম এবং তার প্রতিবেশীদের উপর আমেরিকা আরও বেশি বোমাবর্ষণ করেছিল এবং এর প্রভাব আজও রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকার কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানবাধিকারকে সমর্থন করার পরিবর্তে, দেশটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশ। ব্যাপক সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে নির্যাতন কর্মসূচি এবং যুদ্ধাপরাধ পর্যন্ত মার্কিন মানবাধিকার রেকর্ড মানবাধিকার রক্ষার দাবি করা মানবিক মূল্যবোধের পদ্ধতিগত লঙ্ঘনের একটি অধ্যায়। এই তথ্যগুলো মানবাধিকারের প্রতি আমেরিকার দাবির বৈধতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিহার নির্বাচন ঘিরে ছড়াচ্ছে এআই-নির্মিত ভুয়া ছবি-ভিডিও

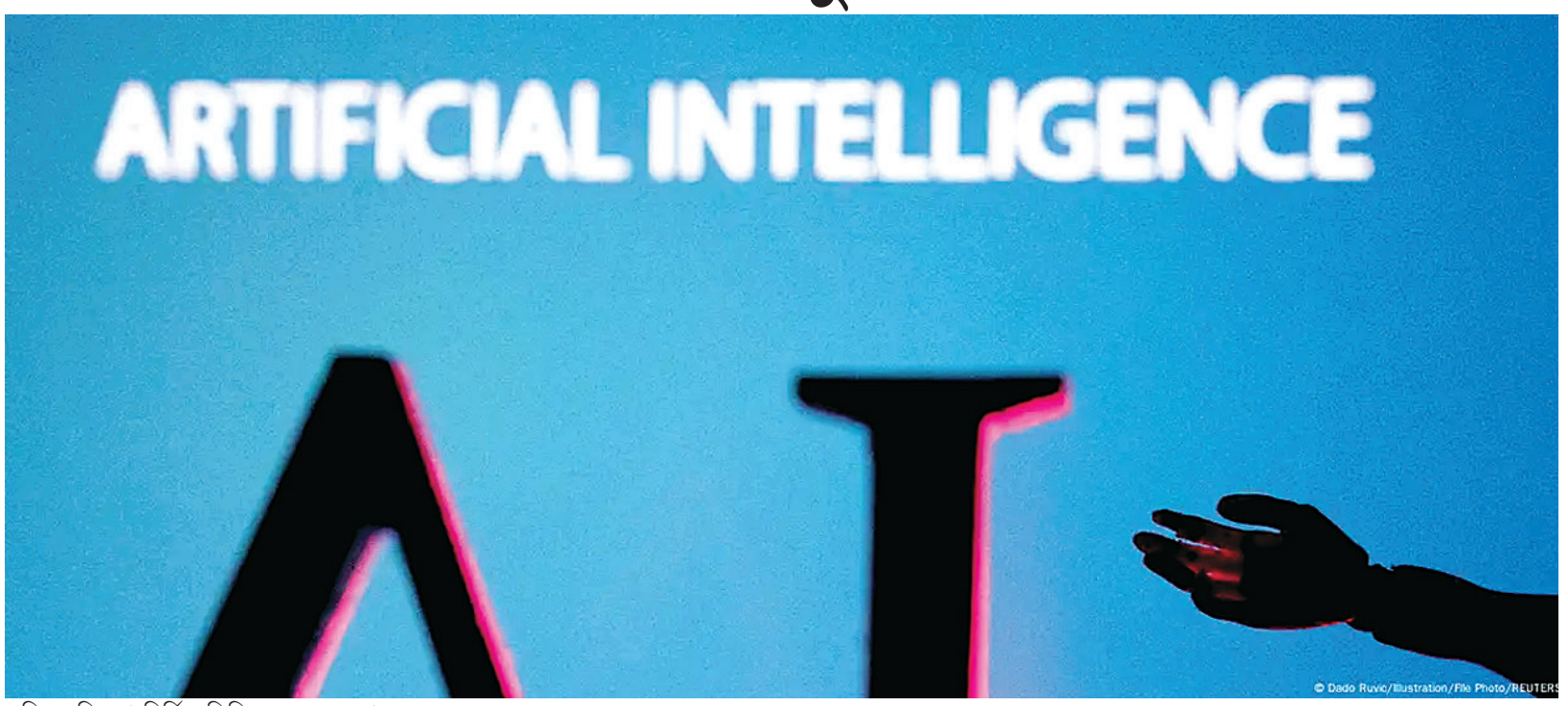

পায়েল সামন্ত

পাটনা ঃ বিহার নির্বাচনের মুখে অনলাইনে বিভ্রান্তিকর প্রচার নিয়ে চিন্তায় নির্বাচন কমিশন। এআই নির্মিত আপত্তিকর কনটেন্ট বাগে আনতে সতর্কবার্তা জারি করেছে তারা।

শুধু মিটিং-মিছিল নয়, সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে অনেক সময়ে ভুয়ো তথ্য তুলে ধরা হয়। বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হয়। সেসব রুখতে চাইছে নির্বাচন কমিশন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসা

নির্বাচন মানে শুধুই দেয়াল লিখন নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়াল প্রচারের বড় জায়গা হয়ে উঠেছে। প্রচারমূলক বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য লেখার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে নেতা ও নেত্রীদের ব্যঙ্গাত্মক ছবি প্রকাশ করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরা হয় এমন অনেক ছবি যা ফটোশপ করে বানানো।

এই ভুয়া ছবিকে ব্যবহার করে অনেক সময় নেতাদের চরিত্রহানি করা হয়। তাদের সম্পর্কে মিথ্যে কথা প্রচার করা হয়। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য বিভিন্ন দলের সমর্থকরা এই কাজ করেন। এ নিয়ে গত কয়েকটি নির্বাচনে কমিশনের কাছে অজস্র অভিযোগ জমা পড়েছিল।

এই সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়া প্রচারকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে, একেবারে কাল্পনিক কোনো উপস্থাপনা রাজনৈতিক স্বার্থে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরা হচ্ছে, যার কোনো ভিত্তি নেই। অথচ লক্ষ-কোটি মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

সতর্কাবস্থায় নির্বাচন কমিশন

নভেম্বরে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। একইসঙ্গে ছটি বিধানসভার উপনির্বাচন হবে অন্য রাজ্যে। এরপরে আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোট হতে চলেছে। এসবের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো প্রচার নিয়ে বিশেষ সতর্কতা নিচ্ছে কমিশন।

সূত্রের খবর, নির্বাচনের প্রচারে এআই ব্যবহার করে ভুয়ো তথ্য, জাল ছবি ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ডিপ ফেক ব্যবহার করে তৈরি ভিডিও সম্পর্কে সজাগ থাকতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারে এআই ব্যবহার করা হলে, সেটা স্পষ্ট করে ঘোষণা করতে হবে। অর্থাৎ এআই জেনারেটেড বা ডিজিটালি এনহ্যান্সড কোনো কনটেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হলে জানাতে হবে, এটা কীভাবে তৈরি হয়েছে।

যদি এই ধরনের প্রচার চালানো হয় এবং তা হয় কুৎসামূলক, সেক্ষেত্রে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে আসা অভিযোগের উপরেই শুধু নির্ভর করবে না কমিশন, তাদের নিজস্ব নজরদারি ব্যবস্থা চালু থাকবে।

প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই এখন ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) সেল তৈরি হয়েছে। এই সেল-এর কাজই হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের প্রচার পরিচালনা করা। এছাড়াও রয়েছেন দলের সমর্থক ও কর্মীরা, যারা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে এ ধরনের কন্টেন্ট তুলে ধরেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মিত ভিডিও অজস্র নমুনা

বিহার নির্বাচন উপলক্ষে একটি এআই নির্মিত ভিডিও ঘিরে বিতর্ক হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে একটি ছোট ভিডিও পোস্ট করে বিহার কংগ্রেস। একেবারে কাল্পনিক চিত্রনাট্যের উপরে তৈরি এই ভিডিওর শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বলতে শোনা যায়, আজকের মতো ভোটচুরির কাজ শেষ হয়েছে। এবার শুতে যাই।

এরপরে দেখা যায় ঘুমোতে যাচ্ছেন মোদী এবং সেই ঘুমে তার স্বপ্নে হাজির হচ্ছেন তার মা হীরাবেন। তিনি নোটবন্দি থেকে ভোট চুরি, একাধিক বিষয় তার পুত্রকে ভর্ৎসনা করছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর 'ডিপ ফেক' ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ঘুরে বেড়িয়েছে, যেখানে তাকে গরবা নাচতে দেখা গিয়েছে।

এই ধরনের ভিডিও ব্যঙ্গাত্মক হলেও সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিকর হওয়ায় এ ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। সূত্রের খবর, এগুলির প্রচার কঠোরভাবে রোখা হবে আগামী নির্বাচনে।

প্রধানমন্ত্রী যখন এমন কটাক্ষের মুখে, তখন অন্য নেতারা রেহাই পাবেন কেন। নরেন্দ্র মোদী ও তার মা-কে নিয়ে তৈরি ভিডিও দেখেই বোঝা গিয়েছিল, এটা কাল্পনিক ও ব্যঙ্গাত্মক প্রচার। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তথ্য এমন ভাবে বিকৃত করা হচ্ছে যা বোঝার উপায় থাকছে না সাধারণ মানুষের।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, এআই ব্যবহার করে তার ভুয়ো ভিডিও তৈরি হচ্ছে। সেটা সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে, মানুষের মোবাইলে ঘুরছে। অনেক ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো হয়েছিল। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রাহুল নিজের দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তার দলই দুর্নীতির মূলে, এমনটা বলছেন। এর বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল। দেশের এমন কোনো শীর্ষ নেতা নেই বললেই চলে, যাকে নিয়ে এমন ভিডিও তৈরি হয়নি।

সম্প্রতি কংগ্রেসের পোস্ট করা একটি ভিডিওকে ভুয়ো তকমা দিয়েছে খোদ নির্বাচন কমিশন। বিহারে ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে একটি ভিডিও গত আগস্টে এক্স হ্যান্ডেলে দিয়েছিল কংগ্রেস। তারা ভোট চুরির অভিযোগ এনেছিল। সেখানে ব্যবহৃত বক্তব্য এআই নির্মিত বলে রাহুলের দলের সমালোচনা করেছে কমিশন।

মেক্সিকোতে ভারি বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যা, ২৮ জনের প্রাণহানি

মেক্সিকো ঃ মেক্সিকোতে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় অন্তত ২৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন আরও অনেকে। ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে বাড়িঘর ও সড়ক ভেঙে পড়েছে। আজ শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। দেশটির নাগরিক প্রতিরক্ষাবিষয়ক জাতীয় সমন্বয়কারী লরা ভেলাজকুয়েজ বলেছেন, 'বন্যায় দেশের মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর পানি উপচে পড়ছে। অতিরিক্ত পানির চাপে সড়ক ধসে গেছে। প্লাবিত কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেক্সিকোর বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ বলছে, দেশটির ৩২ রাজ্যের মধ্যে ৩১টিতে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ভয়াবহ অবস্থা পূর্ব ভেরাক্রুজ, কুয়েরেতারো ও হিডালগোর মধ্যভাগে, উত্তর মধ্যরাজ্য সান লুইস পোটোসিতে।

হিডালগো রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব গুইলারমো অলিভারেস রেইনা জানান, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর একটি হলো হিডালগো। এখানে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যটিতে কমপক্ষে এক হাজার বাড়িঘর, ৫৯টি হাসপাতাল- ক্লিনিক ও ৩০৮টি স্কুল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশের পুবেলা রাজ্যে, ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ১৩ জন। রাজ্যের গভর্নরের মতে, সেখানে ৮০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিধসে বিচ্ছিন্ন হয়েছে গ্যাস লাইন। সাগরপাড়ের ভেরাক্রুজ রাজ্যে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা। রাজ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ৫ হাজারের মতো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নৌবাহিনীর সদস্যরা প্রায় ৯০০ মানুষকে নিরাপদ সরিয়ে নিয়েছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় রাজ্য কুয়েরেতারোর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে, ভূমিধসে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সম্পাদকীয়

গাজা যুদ্ধ থামিয়েও ট্রাম্প নোবেল পেলেন না কেন

অগণিত মৃত্যু ও ধ্বংসের দৃশ্যের পর এবার পর্দায় দেখা গেল আনন্দের ছবি। সে ছবি যেন কিছুটা স্বস্তি এনে দিল। বৃহস্পতিবার বিশ্বজুড়ে টেলিভিশনের পর্দা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগে গাজার মানুষের উল্লাস, অন্য ভাগে ইসরায়েলের মানুষের। দুই দিকেই করতালি আর উচ্ছ্বাস। যেন মানুষ নিজেরাই জানিয়ে দিচ্ছে, এ যুদ্ধের শেষ তারা অনেক আগেই শেষ দেখতে চেয়েছিল। তবে এ দৃশ্যও কিন্তু একদম নতুন নয়। এর আগেও জানুয়ারিতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলে এমনই উল্লাস করা হয়েছিল। কিন্তু মার্চের মধ্যভাগে ইসরায়েল সেই চুক্তি ভেঙে আবার গাজায় হামলা চালায়। তাই এবারও আশা থাকলেও মানুষ সাবধানযেকোনো সময় পরিস্থিতি আবার মোড় নিতে পারে। তবু মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে নিরাশাবাদীরাও স্বীকার করছেন, এবার চুক্তিটা বেশ টেকসই মনে হচ্ছে। সাধারণত এমন কোনো বড় অগ্রগতি হয় দুই পক্ষের সমান সমঝোতার ফলে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এখানেও তাই ঘটেছে। হামাস দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ইসরায়েল তার শীর্ষ নেতাদের হত্যা করেছে, ইরানের মতো পৃষ্ঠপোষককেও দুর্বল করেছে। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প হামাসের ওপর প্রভাব আছে এমন দেশগুলো, যেমন কাতার, তুরস্ক, মিসরকে হামাসকে রাজি করানোর জন্য চাপ দিয়েছিলেন। এমনকি কাতারের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করে তাদের ন্যাটো স্তরের নিরাপত্তাসুবিধাও দিয়েছেন।

তবু হামাসের অবস্থানে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠদের দাবি সত্ত্বেও হামাস তার মৌলিক অবস্থান থেকে সরে যায়নি। ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনায় হামাসকে অস্ত্র সমর্পণের কথা বলা হলেও বর্তমান যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে এর কোনো উল্লেখ নেই। শুরু থেকেই হামাসের অবস্থান ছিল পরিষ্কারযদি ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বন্দীদের ছাড়ে, গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে এবং যুদ্ধ বন্ধ করে, তাহলেই তারা জিম্মিদের মুক্তি দেবে। এখন ইসরায়েল মোটামুটি সেটিই মেনে নিয়েছে, যদিও সেনা প্রত্যাহার করা হবে ধাপে ধাপে। ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক কর্নেল মাইকেল মিলস্টেইন বলেছেন, সত্যি বলতে, হামাস তার মৌলিক অবস্থানে কোনো নাটকীয় পরিবর্তন আনেনি। অর্থাৎ আসল অবস্থান বদল ঘটেছে ইসরায়েলের দিকেই। কয়েক দিন আগেও নেতানিয়াহু জাতিসংঘে বলেছিলেন, হামাস পুরোপুরি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। আর এখন তিনিই এমন চুক্তিতে রাজি হয়েছেন, যেখানে হামাস টিকে থাকছে। যেটা আগে অসম্ভব বলেছিলেন, এখন সেটাই মেনে নিচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, নেতানিয়াহুকে কীভাবে রাজি করালেন ট্রাম্প? সোজা উত্তরট্রাম্প অবশেষে তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করলেন এবং যুদ্ধ থামাতে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, তাঁর ধৈর্যের সীমা শেষ। নেতানিয়াহুর আর কারও কাছে যাওয়ার পথ খোলা ছিল না। গত দুই বছরে তিনি প্রাচীন মিত্রদেশগুলো পর্যন্ত দূরে ঠেলে দিয়েছেন। ফলে তাঁর নির্ভরতা এখন কেবল ট্রাম্পের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যখন বললেন, 'যুদ্ধ শেষ করতে হবে', তখন আর কোনো বিকল্প ছিল না। ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে সরাসরি বলেছিলেন, ইসরায়েল পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না। বিশ্লেষকদের মতে, ৯ সেপ্টেম্বর দোহায় হামাসের আলোচনাকারী দলের ওপর ইসরায়েলের ব্যর্থ হামলাই ট্রাম্পের ধৈর্য শেষ করে দেয়। ট্রাম্পকে সে বিষয়ে আগেভাগে কিছু জানানো হয়নি, অথচ হামলাটা হয়েছে কাতারের ভূখণ্ডে। কাতার হলো সেই দেশ, যে দেশ ট্রাম্পের ব্যক্তিগত বন্ধু ও ব্যবসায়িক অংশীদার। মনে রাখতে হবে, কাতার ট্রাম্পকে নতুন প্রেসিডেন্ট বিমান বা এয়ারফোর্স ওয়ানও উপহার দিয়েছিল। ফলে কাতারে ইসরায়েলের হামলাকে ট্রাম্প ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছেন। যেন কোনো মাফিয়া বসের সহযোগীর ওপর হামলা হয়েছে এবং বস নিজে দেখিয়ে দিতে চান, সবকিছুর কলকাঠি আসলে কার হাতে। ট্রাম্পের যুদ্ধ থামানোয় আগ্রহী হওয়ার আরও একটি কারণ আছে। ট্রাম্প লক্ষ করেছেন, খোদ ইসরায়েলে রাস্তায় বিক্ষোভ বেড়ে যাচ্ছে, মানুষ যুদ্ধের অবসান চায়। বিশ্বের নানা প্রান্তে ইসরায়েলের গাজা ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জেগে উঠেছে। ট্রাম্প বুঝলেন, এখন যদি তিনি যুদ্ধবিরতি ঘটাতে পারেন, তবে তাঁর ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হবে। এটিকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার সবচেয়ে বড় সুযোগ বলে মনে হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ট্রাম্প কি এখন এ যুদ্ধবিরতির নায়ক? যাঁরা এত দিন ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের জন্য এটা মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু সত্যটা হলো এ মুহূর্তে তিনি এ কৃতিত্বের দাবিদার। তাঁর কঠোর মনোভাব, চাপপ্রয়োগের ক্ষমতা, বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণের দক্ষতাসবকিছু এবার তিনি প্রয়োগ করেছেন রক্তপাত থামানো এবং জিম্মিদের মুক্ত করার এক মহৎ লক্ষ্যে। সব মিলিয়ে একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে যে বিশাল ক্ষমতা থাকে, ট্রাম্প সেটি এবার পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। আর ফলও মিললসব টুকরা দ্রুত জায়গামতো বসে গেল। তাহলে ট্রাম্প কি এখন এ যুদ্ধবিরতির নায়ক? যাঁরা এত দিন ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের জন্য এটা মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু সত্যটা হলো এ মুহূর্তে তিনি এ কৃতিত্বের দাবিদার। তাঁর কঠোর মনোভাব, চাপপ্রয়োগের ক্ষমতা, বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণের দক্ষতাসবকিছু এবার তিনি প্রয়োগ করেছেন রক্তপাত থামানো এবং জিম্মিদের মুক্ত করার এক মহৎ লক্ষ্যে। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার মানুষদের জন্য আপাতত সেটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তির বার্তা। ট্রাম্প যখন ২০ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসে ফিরে এলেন, তখন এ রকমই এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যত প্রস্তুত অবস্থায় ছিল। কিন্তু মার্চে নেতানিয়াহু যখন সেই যুদ্ধবিরতি ভাঙলেন, তখন ট্রাম্প চাইলে সোজাসুজি বাধা দিতে পারতেন। বলতে পারতেন 'না, এটা চলবে না।' এর বদলে তিনি বরং সবুজ সংকেত দিলেন। তার পরের ছয় মাসই হলো যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ সময়। অর্থাৎ ট্রাম্পের হাতে যুদ্ধ থামানোর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তিনি সেটি ব্যবহার করেননি। অবশ্য এ সমালোচনার চেয়েও বড় দায় নেতানিয়াহুর নিজের। কারণ, তিনি যে চুক্তিতে এখন রাজি হয়েছেন, তার প্রায় একই রকম প্রস্তাব ২০২৪ সালের জুনেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর পরের অনুরূপ প্রস্তাবগুলোও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিবারই তিনি ভেবেছেন, চলমান যুদ্ধই তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করবে। জো বাইডেনেরও কিছু দায় আছে। তিনিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ব্যবহার করে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করেননি। শুধু মার্চের ওই সময়ের দিকেই যদি তাকাই, তাহলে বোঝা যায়, এর মধ্যে কত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। গাজায় অগণিত ফিলিস্তিনি জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। ত্রাণ বন্ধ করে দেওয়ার কারণে তীব্র ক্ষুধা ও বঞ্চনায় গাজাবাসী চরম কষ্ট পেয়েছেন। আর ইসরায়েলও যথেষ্ট ক্ষতির শিকার হয়েছে। সাত মাস ধরে জিম্মিদের বন্দিদশায় থাকতে হয়েছে, যুদ্ধে অনেক সেনা নিহত হয়েছেন, গাজায় মানবিক সাহায্য বন্ধ করায় ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ভেঙে পড়েছে এবং দেশটি কার্যত একঘরে হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলি বিশ্লেষক মাইকেল মিলস্টেইন বলছেন, 'এটা সত্যিই এক বিপর্যয়। কারণ, আমরা যেন এক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আবার ঠিক একই জায়গায় ফিরে এসেছি।' অবশ্য হামাসকেও দায়মুক্ত বলা যায় না। কারণ, তারা চাইলে অনেক আগেই সব জিম্মিকে ছেড়ে দিয়ে গাজার এ দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে পারত। ট্রাম্প আপাতত নোবেল পুরস্কার পাননি, অন্তত এ বছর নয়। কিন্তু যদি সত্যিই সেটি চান, তবে এখন তাঁর করণীয় স্পষ্ট। ট্রাম্পকে আসন্ন মাসগুলোতেও, এমনকি বছরজুড়ে সেই একইভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে, যেমন গত ১০ দিন তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। কারণ, তাঁর ঘোষিত ২০ দফা পরিকল্পনার প্রতিটি দফায় এমন সব জটিলতা আছে, যা যেকোনো সময় পুরো চুক্তিকে ধসিয়ে দিতে পারে।

চাকরি নেই, প্রেম ভেঙে যাচ্ছে তরুণেরা কী করবে

আলিম-উজ-জামান
সাংবাদিক

রিলেশনশিপে থাকা তরুণ চাকরিহীন হলে প্রশ্ন ওঠে, 'তোমার ফিউচার কী?' প্রেমিকা দিনের পর দিন ভাবেন, 'আমি কি এই অনিশ্চয়তায় ঝুঁকি নেব?' অভিযোগ, অভিমান আর শেষে বিচ্ছেদ ঘটে।

'জানো মা, হিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে,
পাত্র স্কুলমাস্টার। পাগলি মেয়েটা বলতে
পারেনি
বেকার ছেলেটাকে ভালোবাসে।'
(বেকার ছেলের চিঠি, বিশ্বজিৎ হালদার)

রাত ১০টা। একটি ছোট্ট কফিশপের কোণে বসে আছে আয়ান ও নীলা (ছদ্মনাম)। কিছুটা উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলছে দুজনের মধ্যে।

নীলা চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি শুধু বলো, এভাবে আর কতদিন চলবে? আমার মা-বাবা পাত্র ঠিক করেছেন। চাকরি করে, ভালো বেতন।'

আয়ানের গলা শুকনা, চোখে ক্লান্তি। সে বলছিল, 'আমি চেষ্টা করছি নীলা, কিন্তু চাকরি পাচ্ছি না।'

তিন বছর হলো দুজনের পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেট ক্লাবে প্রেম, হাত ধরাধরি করে কফি খাওয়া, একসঙ্গে চাকরি খোঁজার স্বপ্নসবই ছিল গল্পের মতো।

কিন্তু গল্প থেমে গেল, যখন আয়ান একটার পর একটা ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরে এল শূন্য হাতে।

আয়ান স্নাতক শেষ করেছে দুই বছর আগে। যে রকম চাকরি চেয়েছিল, তেমনটা মেলেনি। এখন সে হারাতে বসেছে প্রিয় মানুষটাকেও চাকরির অভাবে।

অবশ্য এ গল্প শুধু আয়ান আর নীলার নয়।

এটা হাজারো তরুণতরুণীর গল্প। চাকরি নেই, আর প্রেম ভেঙে যাচ্ছেএই কথাটা আজকের এই পোস্ট মডার্ন সমাজের তরুণ জীবনের নির্মম বাস্তবতা।

বলা চলে এই প্রজন্মের প্রেম এখন আর সিনেমার মতো নয় এটা এক অর্থনৈতিক সংগ্রামের গল্প, যেখানে চাকরির বিজ্ঞপ্তিও ভয়ের উৎস।

অর্থাৎ চাকরির বিজ্ঞপ্তি মানে শুধু আহ্বান নয়, তা অনেক তরুণের কাছে আতঙ্কও। কারণ, প্রতিযোগিতা, ব্যয় আর অনিশ্চয়তা তাঁদের সম্পর্কেও চাপ ফেলছে।

জুলাইয়ের ছাত্রজনতার আন্দোলনের (২০২৪) ভিত্তি ছিল সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা তুলে দেওয়া। উচ্চ আদালতের রায়ে সেটি হয়েছে, কিন্তু তাতে মেধাবী তরুণদের চাকরির সুযোগ কতটা বেড়েছে, তার নির্ভরযোগ্য উত্তর কারও কাছে নেই।

আর তরুণেরা নিজেদের যোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কতটা প্রচেষ্টা নিচ্ছেন, সেটিও একটি প্রশ্ন। কারণ, যোগ্য প্রার্থীর সংকট আছেই।

এরপর চাকরিতে ঢোকার বয়সসীমা ৩৫ করার দাবিও এখনো পূরণ হয়নি। বিশ্বের বহু দেশে যেখানে ৪০ বছর বয়সেও চাকরিতে ঢোকার সুযোগ আছে, সেখানে বাংলাদেশে বয়স যেন এক অদৃশ্য প্রাচীর।

একজন তরুণ স্নাতক শেষ করে কিছু বছর প্রাইভেট জব করে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে সরকারি চাকরিতে ঢুকলে তেমন অসুবিধা দেখি না।

আমাদের দেশে চাকরির আবেদন করতে গেলেও খরচ কম নয়। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে। একজন বেকারের জন্য চাকরির আবেদন ফি, যাতায়াত, থাকাখাওয়ার খরচই হয়ে ওঠে মানসিক ও আর্থিক বোঝা।

আর আবেদনপত্রের সঙ্গে কত কিছু যে তারা প্রত্যাশা করে, তার কোনো শেষ নেই! প্রতিটি আবেদন যেন এক যুদ্ধ, যার ফলাফল পুরোপুরি অনিশ্চিত।

দেশে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশিএই তথ্য কোনো পরিসংখ্যানের অপেক্ষা রাখে না। প্রতি ১০০ জন বেকারের মধ্যে ২৮ জনই উচ্চশিক্ষিত।

গবেষণা বলছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীর বড় অংশই চাকরির বাজারে পিছিয়ে।

সরকারি টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে এসব তথ্য এসেছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বেকারত্ব শুধু জাতীয় নয়, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের জন্য সমান যন্ত্রণা।

শিক্ষিতদের তো আগে চাকরি পাওয়ার কথা কিন্তু হচ্ছে এর উল্টো। গত সেপ্টেম্বরের শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী, দেশে শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি।

বেকারের মধ্যে ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী, আর ৭ দশমিক ১ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক পাস।

অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন বেকারের একজনই স্নাতক বা উচ্চমাধ্যমিক সনদধারী। যাঁদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তাঁদের বেকারত্ব সবচেয়ে কম, মাত্র ১ দশমিক ২৫ শতাংশ।

এরাই ভালো, মাঠেঘাটে কাজ করছেন। রোজগার করে চলছেন। অন্তত বেকারত্বের খাতা থেকে নাম তো কাটতে পেরেছেন।

বেকারের সংজ্ঞা কী? আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলছে, সপ্তাহে এক ঘণ্টা মজুরি পেলেই কাউকে 'বেকার' বলা যায় না। এই মানদণ্ডে বাংলাদেশের বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ২৪ হাজার।

কিন্তু বাস্তবে সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করে কারও জীবন চলে না। মনমতো কাজ না পাওয়া প্রায় এক কোটি মানুষ 'ছদ্মবেকার'।

উন্নত দেশে সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করলেও রাষ্ট্র বেকার ভাতা দেয়। তার কোনো ধারণাই নেই। তরুণেরা এখানে শুধু টিকে থাকেন, ভালো থাকেন না। পরবর্তী লেখায় বেকার ভাতা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা জানিয়ে রাখলাম।

সমাজে প্রেম এখনো পরিবারের অনুমোদনে বন্দী। কথাটি ১০০ শতাংশ ঠিক না হলেও বড় অংশে ঠিক।

একজন তরুণের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাঁর চাকরি, বেতন বা ফ্ল্যাটের আয়তনের ওপর। চাকরি না থাকলে প্রেমিকা বা তাঁর পরিবারের কাছে তাঁর কোনো মূল্য থাকে না। 'ছেলে চাকরি করে না'এই এক বাক্যেই শেষ হয় সম্পর্ক। সরকারি চাকরি হলে মূল্য বেশি।

রিলেশনশিপে থাকা তরুণ চাকরিহীন হলে প্রশ্ন ওঠে, 'তোমার ফিউচার কী?' প্রেমিকা দিনের পর দিন ভাবেন, 'আমি কি এই অনিশ্চয়তায় ঝুঁকি নেব?' অভিযোগ, অভিমান আর শেষে বিচ্ছেদ ঘটে।

কেউ কেউ সম্পর্ক বাঁচাতে প্রত্যাশার চেয়ে কম বেতনের চাকরি নেন নিজের স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে। ভাবেন, এক বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে। অফিসে নাম হবে, মাইনে বাড়বে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু জোটে না।

বেকারত্ব তরুণদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেএমন তথ্যও আমাদের জানা আছে। বিভিন্ন গবেষণায় তাই উঠে এসেছে। একটি লেখায় পড়ছিলাম, বেকারত্বের কারণে সম্পর্ক ভাঙার হার ৩০ শতাংশ বেশি। অর্থনৈতিক চাপ এখানে বড় ভূমিকা রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনে যে প্রেম ছিল এক কাপ চা, একটুকরা সময়, এখন সেটি মোটা টাকার পাটাতনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

একজন তরুণ লিখেছেন, 'অভাব লেগেই আছে, ঘরভাড়াও দিতে পারি না।' বলার অপেক্ষা রাখে না, এই অভাব শুধু সংসারে নয়, প্রেমেও ফাটল ধরায়।

এ রকম ছেলে, তা যে যত যোগ্য হোক না কেন, কোনো মেয়ে তাঁকে পছন্দ করবেএমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

মেয়েরা নিরাপত্তা চান, ছেলেরা স্বনির্ভরতা দেখাতে চান। তবে বেকারত্বে দুটিই শেষ।

তরুণদের প্রেম ভাঙছে শুধু অর্থের অভাবে নয়, মানসিক অনিশ্চয়তায়ও। সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বেকারত্ব কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এসব অজানা নয় কারও কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ কি চোখে পড়ছে? একদম পড়ছে না।

বেকারত্বের এই ফাঁদ থেকে বেরোনোর উপায় কী

প্রথমত, সমাজের মনোভাব বদলাতে হবে। চাকরি না থাকলেই কেউ 'অযোগ্য', এই ধারণা বদলানো জরুরি।

প্রেমিকপ্রেমিকারা একসঙ্গে লড়াই করা শিখতে পারেন, যেমন ফ্রিল্যান্সিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা ছোট উদ্যোগ। এ রকম অনেক উদাহরণ এই সমাজেই আছে। দরকার কেবল একটু ধৈর্য।

দ্বিতীয়ত, মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। কাউন্সেলিং, খোলামেলা কথাএসব সম্পর্ককে শক্ত করে কিন্তু এ ব্যাপারে মাবাবারাও খুব অসচেতন থাকেন।

তৃতীয়ত, পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মাবাবারা মেয়ের বিয়ে দিতে চান 'চাকরিজীবী' ছেলের কাছে, বিশেষ করে সরকারি চাকরি কিংবা নিদেনপক্ষে ব্যাংকের চাকরি করে এমন কারও কাছে কিন্তু হৃদয়ের কথা শোনার সময় যেন কারও নেই।

সমাজ যখন ভালোবাসার মানদণ্ডে অর্থ ও পেশাকে বসায়, তখন সম্পর্ক টেকে না, কেবল ক্লান্তি বাড়ে। চাকরি দরকার নিশ্চয়ই কিন্তু হৃদয়ের দরজাও যেন তার সঙ্গে বন্ধ না হয়ে যায়।

অভিভাবকেরা যদি বিষয়টি বুঝতেন, অনেক তরুণ-তরুণী চাপমুক্ত হয়ে নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নিতে পারতেন।

তরুণদের প্রেম ভাঙছে শুধু অর্থের অভাবে নয়, মানসিক অনিশ্চয়তায়ও। সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বেকারত্ব কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এসব অজানা নয় কারও কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ কি চোখে পড়ছে? একদম পড়ছে না।

ভালোবাসা টিকিয়ে রাখতে চাই সহানুভূতি, বোঝাপড়া আর এমন এক সমাজ, যেখানে 'চাকরি নেই' মানেই 'ভালোবাসা নেই' নয়। তরুণ প্রাণে স্ফূর্তি আসুক।

এই যদি হয় শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা...

মিশেল এলনার

'মারিয়া কোরিনা মাচাদো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন'এ শিরোনাম প্রথম যখন দেখলাম, তখন খুশি হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি কারণ, এতে খুশির কিছু নেই। যাঁর রাজনীতি অগণিত মানুষের জীবনে অনন্ত দুর্ভোগ এনেছে, সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

মাচাদো আসলে কিসের প্রতীক, তা যাঁরা বোঝেন, তাঁরা জানেন, তাঁর রাজনীতির সঙ্গে 'শান্তি' শব্দটির কোনো সম্পর্কই নেই। যদি ২০২৫ সালের 'শান্তি' বলতে এটাই বোঝানো হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, নোবেল পুরস্কার তার সব বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আমি ভেনেজুয়েলায় জন্মগ্রহণকারী একজন আমেরিকান। আমি খুব ভালো জানি মাচাদো কিসের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি হলেন ওয়াশিংটনের রেজিম চেঞ্জ যন্ত্রের (কোনো দেশের এক সরকারকে ফেলে দিয়ে অন্য সরকারকে বসানোর ব্যবস্থা) হাস্যোজ্জ্বল মুখ। তিনি হলেন নিষেধাজ্ঞা, বেসরকারীকরণ ও বিদেশি হস্তক্ষেপকে 'গণতন্ত্র' নামে সাজিয়ে তোলার এক সুশীল কণ্ঠস্বর। মাচাদোর রাজনীতি সহিংসতায় ভরপুর। তিনি প্রকাশ্যে বিদেশি হস্তক্ষেপকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এমনকি গাজা ধ্বংসের খলনায়ক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকেও তিনি বলেছেন, তিনি যেন বোমা মেরে ভেনেজুয়েলাকে 'মুক্ত' করেন। তিনি নিজের দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন অথচ তিনি জানেন, অবরোধ বা নিষেধাজ্ঞা নীরব যুদ্ধেরই একটি রূপ। মাচাদোর জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিভাজন সৃষ্টি করে, ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্ব ক্ষয় করে এবং জনগণের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার কেড়ে নিয়ে তিনি তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন কাটিয়েছেন।

মারিয়া কোরিনা মাচাদো ২০০২ সালের সেই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্টকে অল্প সময়ের জন্য উৎখাত করেছিল। তিনি 'কারমোনা ডিক্রি'-তে স্বাক্ষর করেছিলেন, যা কিনা রাতারাতি সংবিধান বিলুপ্ত ও সব সরকারি প্রতিষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছিল। তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'রেজিম চেঞ্জ'কে ন্যায্যতা দিতে কাজ করেছেন। তিনি বিদেশি সামরিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে 'বলপ্রয়োগের মাধ্যমে' ভেনেজুয়েলাকে 'মুক্ত' করা যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসী বক্তব্য ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর যে সিদ্ধান্ত 'মাদকবিরোধী অভিযানের' নামে এক সম্ভাব্য আঞ্চলিক যুদ্ধের ইন্ধন জুগিয়েছে, মাচাদো সেই বক্তব্য ও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। ট্রাম্প যখন ভেনেজুয়েলার সম্পদ জব্দ করছিলেন, মাচাদো তখন ট্রাম্পের স্থানীয় প্রতিনিধি হতে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ট্রাম্পের হাতে তুলে দিতে তৈরি ছিলেন।

মাচাদো যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পক্ষে কাজ করেছেন। অথচ তিনি ভালো করেই জানতেন, গরিব, অসুস্থ ও শ্রমজীবী মানুষদের এর মূল্য দিতে হবে। তিনি সেই তথাকথিত 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখেন, যা আসলে ওয়াশিংটনের অর্থায়নে পরিচালিত এক পুতুল প্রশাসনের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট দ্বারা পরিচালিত। দেশে শিশুরা অনাহারে যখন মারা যাচ্ছিল, তখন সেই প্রেসিডেন্ট দেশের সম্পদ লুট করে বাইরে পাচার করছিলেন। মাচাদো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি জেরুজালেমে ভেনেজুয়েলার দূতাবাস পুনরায় চালু করবেন। অর্থাৎ তিনি সেই একই বর্ণবাদী রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াবেন, যারা 'আত্মরক্ষা'র কথা বলে হাসপাতালে বোমা মারে। এখন তিনি দেশের তেল, পানি ও অবকাঠামো বেসরকারি কোম্পানির হাতে তুলে দিতে চান।

যে নব্যউদার ফর্মুলা নব্বইয়ের দশকে লাতিন আমেরিকাকে দুর্ভোগের পরীক্ষাগারে পরিণত করেছিল, তিনি ঠিক সেই ফর্মুলা অনুসরণ করেন। ২০১৪ সালের 'লা সালিদা' নামে যে সরকারবিরোধী আন্দোলন হয়েছিল, মাচাদো তার অন্যতম স্থপতি ছিলেন। ওই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের পতন ঘটানো। বিদেশি সংবাদমাধ্যম এগুলোকে 'শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ' বলেছিল। কিন্তু বাস্তবে তখন রাস্তা অবরোধ করে, বিভিন্ন স্থাপনা জ্বালিয়ে, শ্রমিকবাহী বাস পুড়িয়ে সহিংস বিক্ষোভ করা হচ্ছিল। সে সময় কাউকে হুগো চাভেজের অনুসারী মনে হলে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা পর্যন্ত হয়েছে। চিকিৎসক, অ্যাম্বুলেন্স, এমনকি কিউবার চিকিৎসা ব্রিগেডকেও সে সময় আক্রমণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ তখন আগুনে পুড়ে মরতে বসেছিল। ধ্বংস করা হয়েছিল সরকারি ভবন, খাদ্যবাহী ট্রাক, স্কুল। পুরো এলাকার মানুষ আতঙ্কে দিন কাটিয়েছে। আর সেই সময় মাচাদো টেলিভিশনে তাকে 'প্রতিরোধ' বলে প্রশংসা করেছেন। ট্রাম্প যে পদক্ষেপের মাধ্যমে অভিবাসী শিশুদের খাঁচায় আটকে রেখেছিলেন, অনেক পরিবারকে আলাদা করে দিয়েছিলেন এবং ট্রাম্পের যে নীতির কারণে আজ হাজারো ভেনেজুয়েলান মা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের খুঁজে ফিরছেন, সেই কুৎসিত উদ্যোগ ও নীতিকে মাচাদো 'দৃঢ় পদক্ষেপ' বলে প্রশংসা করেছেন।

এই যদি হয় শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের যোগ্যতা, তবে শান্তি শব্দটা অপমানিত হবে। আসলে মাচাদো শান্তির প্রতীক নন। তিনি আসলে বৈশ্বিক এক জোটের অংশ, যেখানে ফ্যাসিবাদ, জায়নবাদ ও নব্যউদারনীতি (নিওলিবারালিজম) জড়িত। এই জোট মুখে 'গণতন্ত্র' ও 'শান্তি'র কথা বলে, কিন্তু তাদের আসল লক্ষ্য হলো দমন ও আধিপত্য। ভেনেজুয়েলায় এই মতবাদ মানে ছিল অভ্যুত্থান, নিষেধাজ্ঞা ও বেসরকারীকরণ। গাজায় এর মানে হলো গণহত্যা ও জাতিগতভাবে ফিলিস্তিনিদের সত্তাকে মুছে ফেলা। দুই জায়গায় নীতিটা এক। এই নীতির কাছে কিছু জীবন তুচ্ছ সার্বভৌমত্ব বিক্রিযোগ্য আর সহিংসতাকে 'শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা' বলে বিক্রিও করা যায়। তবে হেনরি কিসিঞ্জার যদি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন, তবে মারিয়া কোরিনা মাচাদো কেন পাবেন না? 'অধিকার দখলের মধ্যেও সহানুভূতি' দেখানোর জন্য হয়তো আগামী বছর 'গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন'ও এই পুরস্কার পেয়ে যেতে পারে। প্রতিবার যখন এই পুরস্কার কোনো সহিংসতার স্থপতিকে 'কূটনীতিক' সাজিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা প্রকৃত শান্তিকর্মীদের মুখে থুতু ছিটানোর মতো মনে হয়। অথচ প্রকৃত শান্তিকর্মীরা হলেন গাজার ধ্বংসস্তূপে লাশ তোলা চিকিৎসকেরা, জীবন বাজি রেখে সত্য তুলে ধরা সাংবাদিকেরা আর সেই মানবিক ত্রাণকর্মীরা, যাঁরা ফ্লোটিলায় করে শিশুদের জন্য খাবার ও ওষুধ পৌঁছে দিতে গিয়ে ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আসল শান্তি কোনো পুরস্কার বা বড় সম্মেলনে তৈরি হয় না। সেই পুরস্কার গড়ে ওঠে অবরোধের সময় মানুষকে খাওয়াতে এগিয়ে আসা নারীদের হাতে, নদী রক্ষায় লড়াই করা আদিবাসীদের ঐক্যে, শ্রমিকদের অবিচল সংগ্রামে আর সেই ভেনেজুয়েলান মায়েদের প্রতিবাদে, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির কারণে হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের ফেরত চান। এই শান্তি পুরস্কার প্রাপ্য ভেনেজুয়েলা, কিউবা, ফিলিস্তিন ও পুরো বৈশ্বিক দক্ষিণেরযে শান্তি আত্মসমর্পণের নয়, বরং স্বাধীনতা ও মর্যাদার পক্ষে দাঁড়ায়।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিণ্ডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সিঙ্গাপুরে জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা ১১ জন প্রবাসী অসমীয়াকে সশরীরে রাজ্যে এসে এসআইটি সম্মুখীন হতে হবে বলে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তার

জুবিনের ভিসেরা রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সেটা জিষমসি হাসপাতালে জমা করা হয়েছে, সিঙ্গাপুরে গিয়ে এসআইটি সরাসরি তদন্ত করতে পারবে না, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চলছে বলা মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রত্যেকের প্রিয় জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়াদের রাজ্যে এসে সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার সামন জারি করেছিল এসআইটি। তবে এর মধ্যে শুধুমাত্র একজন তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদে সম্মুখীন হয়েছেন। বাকিরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসআইটির সম্মুখীন হতে চাইছেন। তবে সিঙ্গাপুরে জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা ১১ জন প্রবাসী অসমীয়াকে সশরীরে রাজ্যে এসে এসআইটি সম্মুখীন হতে হবে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জারি করেছেন এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা। তিনি বলেন জুবিনের ভিশেরা রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সেটা জিএমসি হাসপাতালে জমা করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে গিয়ে এসআইটি সরাসরি তদন্ত করতে পারবে না। সেই দেশ এর অনুমতি দেবেনা। তবে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসমের গণ শিল্পী কিংবদন্তি জুবিন গর্গের মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। ইতিমধ্যে এই মামলায় সাতজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইভাবে প্রায় ৩০ জনের অধিক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করেছে তদন্তকারী সংস্থা। তবে এসআইটির তদন্ত প্রক্রিয়া কতদূর এগিয়েছে কিংবা কিভাবে পরিকল্পনা করছে সেই বিষয়ে খোলাসা করার উদ্দেশ্যে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করেছিলেন তদন্তকারী সংস্থার প্রধান এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা। তিনি বলেন জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত সঠিকভাবে এগোচ্ছে। প্রতিটি দিক সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই সংক্রান্তে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে বিস্তারিত ভাবে যারা করা হচ্ছে।

সিঙ্গাপুরের জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা প্রবাসী অসমীয়াদের জের করা সংক্রান্তে এসআইটির কর্তা বলেন তাদের রাজ্যে হাজির হওয়ার জন্য সামন জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে একজন রাজ্যে এসে এসআইটির জেরার সম্মুখীন হয়েছেন। তার স্টেটমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে। বাকিদের রাজ্যে ডেকে আনার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। তারা যাতে এখানে এসে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে যেই ব্যবস্থা নিতে নেওয়ার প্রযোজন হয়েছে যাবতীয় করা হয়েছে। তবে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে হাজির হলে চলবে না। তাদের স্বশরীরে এখানে হাজির হয়ে নিজেদের স্টেটমেন্ট দিতে হবে। তাদের যেহেতু এখানে নিজে আসতে হবে ফলে আশা করা হচ্ছে তারা যেন অতি শীঘ্র রাজ্যে এসে এসআইটির সম্মুখীন হন। তদন্তে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে থাকা ১১ জন ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে। তারা প্রত্যেকেই রাজ্যের বাসিন্দা। তারা জুবিনের সঙ্গে ইওটে ছিলেন বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে জুবিনকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। মূলত কোনো ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে ভিসেরা পরীক্ষায় সেই তথ্য প্রকাশ পায়। মূলত এর এই পরীক্ষার মাধ্যমে সেই ব্যক্তির কিডনি লিভার এবং হার্টের অংশ নিয়ে সেটা বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হয়। এই উদ্দেশ্যেই সিবিআই এর অধীনে থাকা দিল্লির সেন্ট্রাল ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবরেটরিতে জুবিনের ভিসেরা পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেটার প্রতিবেদন ইতিমধ্যে হাতে পেয়েছে এসআইটি। এই সংক্রান্তে এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা বলেন ভিসেরা পরীক্ষার প্রতিবেদন ইতিমধ্যে জিএমসি হাসপাতালে জমা করা হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে পোস্টমর্টেম এর চূড়ান্ত রিপোর্ট জিএমসি হাসপাতাল জারি করবে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী পোস্টমর্টেমের চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আদালতে জমা করা হবে। এছাড়া পরিবারের সদস্যদের এক্ষেত্রে লিগ্যাল রাইট রয়েছে। তারাও এর প্রতিবেদন পাবেন। জুবিনের পরিবারকে পোস্টমর্টেম এর একটি প্রতিলিপি বাই হ্যান্ড এবং একটি প্রতিলিপি রেজিস্টার পোষ্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। যেহেতু এই রিপোর্ট জিএমসি হাসপাতাল দেবে এবং বিষয়টি তদন্ত চলছে ফলে রিপোর্টে কি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে তিনি মন্তব্য করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুন্না প্রসাদ গুপ্ত। উল্লেখ্য আদালত এবং পরিবার ছাড়া কেউ এই পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পেতে পারেনা। তবে যেহেতু এটা জুবিন গর্গের সঙ্গে জড়িত বিষয় ফলে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সরকার নির্দিষ্ট কয়েকজন নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই রিপোর্ট দেখাবে বলে জানা গেছে।

জুবিনের মৃত্যুর তদন্তে নিযোজিত এসআইটি সিঙ্গাপুরে গিয়ে কেন তদন্ত করছে না কিংবা কখন তারা তদন্তের স্বার্থে সিঙ্গাপুর যাবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তদন্তকারী সংস্থার প্রধান বলেন সিঙ্গাপুরে তদন্ত করার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু সিঙ্গাপুর একটি ফরেন কান্ট্রি এছাড়া একটি দেশ অন্য দেশে গিয়ে নিজস্বভাবে তদন্ত করতে পারে না। অন্য কোনো দেশের পুলিশ ভারতে এসে তদন্ত করতে পারবে না। কারণ ভারত সরকার এর অনুমতি দেবেনা।ঠিক একইভাবে ভারতের পুলিশ অন্য বিদেশি রাষ্ট্রে গিয়ে নিজস্বভাবে তদন্ত করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক আইন কিংবা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে ভারত এবং সিংগাপুর এর মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে। দুটি দেশের মধ্যে মিউচুয়াল লিগ্যাল এসিস্টেন্ট চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি বলেন দুটি দেশের মধ্যে থাকা মিউচুয়াল লিগ্যাল এসিস্টেন্ট চুক্তি অনুযায়ী আবেদন সিঙ্গাপুরকে পাঠানো হয়েছে। সেই আবেদনে তদন্তের স্বার্থে যা যা প্রযোজন সব কিছু উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ কারো স্টেটমেন্ট চাই, সিসিটিভি ফুটেজ অথবা বিভিন্ন ধরনের তদন্তের প্রযোজনীয় বিষয় উল্লেখ করে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে সেটা সিঙ্গাপুরকে ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই আবেদন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক দেশের একটি করে নডেল এজেন্সি থাকে। ভারতের যেভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মডেল এজেন্সি। ঠিক একইভাবে সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে সেটা অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস। সিঙ্গাপুরের অ্যাটর্নি জেনারেল এর অফিসে সেই আবেদন ইতিমধ্যে জমা পড়েছে। এই বিষয়টির ওপর সিঙ্গাপুরের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস বিচার বিবেচনা করে এসআইটিকে জানাবে। তবে সিঙ্গাপুরের অনুমতি ছাড়া সেই দেশে গিয়ে তদন্ত করা সম্ভব নয়। এটা করতে চাইলেও তারা ভিসা দেবে না। এছাড়া টুরিস্ট ভিসা নিয়ে নিজস্বভাবে গোপনে সেখানে গিয়ে যদি তদন্ত শুরু করা হয় সেটা বেআইনি হবে। এমনকি ভিসা রুল ভাঙ্গার জন্য সিঙ্গাপুর সরকার তাদের গ্রেপ্তারও করতে পারে। একইভাবে এভাবে গোপনে তদন্ত করে সেখান থেকে যদি কোনো প্রমাণ আনা হয় সেটা আদালত গ্রহণ করবে না। ফলে সিঙ্গাপুরে যে তদন্ত করতে হবে সেটা সিঙ্গাপুর পুলিশের মাধ্যমেই করা সম্ভব। তাদের সহযোগী করতে হবে। সেই সহযোগের জন্য যেটা করার প্রযোজন সেটা করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে অনবরত ভাবে যোগাযোগে রয়েছে এসআইটি। এক্ষেত্রে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। মূল বিষয় এই তদন্তের জন্য সিঙ্গাপুরের পুলিশ কিংবা তাদের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা আবশ্যক। এর মাধ্যমেই আইনগত ভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তদন্তকারী সংস্থার প্রধান এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা।

এবার সিঙ্গাপুরে জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা ১১ জন প্রবাসী অসমীয়াদের মধ্যে তিনজনকে নতুন করে হাজির হওয়ার নোটিশ এসআইটির

জুবিনের সহযোগী শিল্পী শতাব্দি বরা, নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যাল অংশগ্রহণ করা জয়শ্রী গোস্বামীকে জেরা, জুবিনের নামে একটি ট্রেন শুরু করার পরিকল্পনা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ জুবিনের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য নিযোজিত তদন্তকারী সংস্থার প্রধান এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা ইতিমধ্যে জানানো তথ্য অনুযায়ী এই মামলা সংক্রান্তে সিঙ্গাপুরে ৮ জন নয় বরং ১১ জন প্রবাসী অসমীয়ার হদিস পাওয়া গেছে। ফলে এবার ১১ জন প্রবাসী অসমীয়াদের মধ্যে তিনজনকে রাজ্যের সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার নতুন করে নোটিশ পাঠিয়েছে এসআইটি। এই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে জুবিনের সহযোগী শিল্পী শতাব্দি বরা, নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যাল অংশগ্রহণ করা জয়শ্রী গোস্বামী প্রমুখদের জেরা করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এছাড়া জুবিনের নামে একটি ট্রেন শুরু করার পরিকল্পনা করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

অসমের মহানায়ক গণ শিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যুর ২২ দিন অতিক্রম করেছে। তবে তার রহস্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে নতুন তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠে দ্রুত গতিতে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। সর্বশেষে জুবিনের পিএসও হিসেবে কর্মরত থাকা অসম পুলিশের বিশেষ শাখার হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরাকে গ্রেফতার করে দুইজনকে ৫ দিনের হেফাজতে নিয়ে জেরা করছে তদন্তকারী সংস্থা। জুবিনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর গতকাল প্রায় মধ্যরাতে গুয়াহাটি পার্শ্ববর্তী সোনাপুরের কমারকুচিতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছেন তার স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গ। স্বামীর সমাধিতে প্রণাম জানিয়ে জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার ক্ষেত্রে জোরালো দাবি উত্থাপন করার জন্য তাঁর অনুরাগীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে অনুরাগীদের জাস্টিস ফর জুবিন এই শব্দ কয়টি বারংবার ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানান গরিমা শইকিয়া গর্গ। সেই সময় অত্যন্ত শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার জন্য সেখানে নিযোজিত মহিলা পুলিশ অফিসারকে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য সিঙ্গাপুরে জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে ৮ জন অসমীয়া প্রবাসী ছিলেন বলে এতদিন জানা গেছিল। সেই হিসেবে রাজ্যের সিআইডি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নেওয়ার জন্য এই আটজনকে নোটিশ পাঠিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা। এর মধ্যে শুধুমাত্র রূপকমল কলিতা নামের একজন প্রবাসী অসমীয়া রাজ্যের সিআইডি কার্যালয় এসে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়ে গেছেন।তবে এসআইটির তদন্তে আরো তিনজনের তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ জুবিনের মৃত্যুর সময় মোট ১১ জন প্রবাসী অসমীয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ফলে এবার নতুন করে ভাস্করজ্যোতি দত্ত, প্রতিম ভূঁইয়া এবং জিওলাংচাত নার্জারি নামের তিনজন প্রবাসী অসমীয়া ব্যক্তিকে সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই তিনজনকে জেরার সম্মুখীন হওয়ার জন্য স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে এসআইটি।

অন্যদিকে জুবিনের অন্যতম সহযোগী শিল্পী শতাব্দি বরা এদিন সিআইডি কার্যালয়ে এসে নিজের ভাষ্য প্রদান করেছেন। পাঁচ ঘন্টা ধরে তাকে জেরা করেছে এসআইটি। জিজ্ঞাসাবাদের পর সিআইডি কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন তার যা যা মন্তব্য ছিল যাবতীয় এসআইটির কাছে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছেন ফলে এবার বাইরে মন্তব্য করা যাবে না। অন্যথা এসআইটির কাছে দেওয়া তার ভাষ্য আদালতে মান্য হবে না। তবে সিআইডি কার্যালয় এসে তার ভালো লেগেছে কারণ এসআইটি যেভাবে তদন্ত করছে সেটাতে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে জুবিনকে ন্যায় দেওয়া সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেন গায়িকা শতাব্দি বরা। একইভাবে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণকারী জয় শ্রী গোস্বামীকে এদিন তলব করেছিল এসআইটি। তাকে বহু সময় ধরে জেরা করেছে তদন্তকারী সংস্থা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুবিনের নামে একটি ট্রেন শুরু করার পরিকল্পনা করেছে বলে জানা গেছে। এখনো এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে অতি শীঘ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই সংক্রান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে এক সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

টুকরো খবর

এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা ঘোষণার পর এবার অসম পুলিশের ৫৬১৪ টি পদের ফলাফল প্রকাশ

চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়, স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকালয়, আয়ুষ সহ স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনের ৩৬৯৮ টি পদের ফলাফল শীঘ্র প্রকাশ পাবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সরকারি পদে নিযুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে একের পর এক ফলাফল প্রকাশ করে চলেছে সরকার। ইতিমধ্যে এডিআরই তৃতীয় বর্গের মোট ৭৬৫০ টি পদের পাশাপাশি অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এবার অসম পুলিশের ৫৬১৪ টি পদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া শীঘ্র চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়, স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকালয়, আয়ুষ সহ স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনের ৩৬৯৮ টি পদের ফলাফল প্রকাশ পাবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক এর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের মতোই রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ফলাফল একাধিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে কোনো ধরনের উৎকোচ ছাড়াই রাজ্যে সরকারি চাকরি পেয়ে উল্লাসিত হয়ে উঠেছেন যুবক যুবতীরা। মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরির আশায় থাকা যুবক-যুবতীদের মুখে এবার হাসি ফুটেছে। এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর শনিবার অসম পুলিশের ৫৬১৪ টি পদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। মূলত অসম পুলিশ বিভাগের কনস্টেবল, বোট ম্যান, ড্রাইভার, হাবিলদার সহ বিভিন্ন পর্যায়ে এদিন নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। গতকাল এডিআরই তৃতীয় বর্গের ৭৬৫০ টি পদের পাশাপাশি মোট ৮২৭৫ টি পদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এদিন প্রকাশিত হয়েছে ৫৬১৪ টি পদের ফলাফল। অর্থাৎ দুইদিনে রাজ্যে ১৩২৮৯ টি পদের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান স্বচ্ছ নিযুক্তির ক্ষেত্রে আরও একটি মাইলের খুঁটি। শীঘ্র চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়, স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকালয়, স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকালয় (পরিবার কল্যাণ), আয়ুষ সহ স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনের ৩৬৯৮ টি পদের ফলাফল প্রকাশ পাবে। স্বচ্ছ এবং মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে এটা সরকারের এক অগ্রগামী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য আগামী ১৫ অক্টোবর এডিআরই চতুর্থ বর্গের ফলাফল প্রকাশিত হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহড়াসহ সব প্রস্তুতি নেওয়া হলো, কিন্তু 'দরিয়াইনূর' হীরার প্যাকেট খোলা হলো না

ঢাকা ঃ এবারও আটকে গেছে সোনালী ব্যাংকের ভল্টে থাকা ঢাকার নবাব পরিবারের 'দরিয়াইনূর' হীরার প্যাকেট খোলার উদ্যোগ। হীরা যাচাইয়ে গঠিত কমিটির চলতি সপ্তাহে সোনালী ব্যাংকের ভল্ট পরিদর্শন করার কথা থাকলেও তা স্থগিত করা হয়েছে। তবে কী কারণে স্থগিত করা হলো, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না কমিটির সদস্যরা। এতে হীরা থাকা না থাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে সংশয় চলে আসছে, তা আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ১১ অক্টোবর (রোববার) মন্ত্রিপরিষদ সচিব আব্দুর রশীদের নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটির সোনালী ব্যাংকের ভল্টে থাকা দারিয়া-ই-নূর পরিদর্শন এবং উন্মুক্তকরণে যাওয়ার কথা ছিল। তবে কোনো কারণ না জানিয়েই ৯ অক্টোবর এই কার্যক্রম স্থগিত করে ভূমি সংস্কার বোর্ড। কী কারণে স্থগিত করা হয়েছে জানতে চাইলে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান এ জে এম সালাহউদ্দীন নাগরী প্রথম আলোকে বলেন, 'কারণ আমি ঠিক বলতে পারব না। এটা ওপর থেকে ডিসিশন (সিদ্ধান্ত) হয়েছে।' কোনো আইনগত জটিলতা রয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আইনগত কোনো জটিলতা নেই। ১১৭ বছর ধরে অন্ধকার কুঠুরিতে পড়ে আছে ঢাকার নবাব পরিবারের ১০৯ ধরনের রত্ন। ব্রিটিশ ভারতে যার মূল্য ধরা হয়েছিল ১০ লাখ ৯ হাজার ৮৩৫ টাকা। তবে ১৯০৮ সালের পর থেকে 'কোহিনূর হীরার আত্মীয়' হিসেবে খ্যাত দরিয়া-ই-নূর হীরার অবস্থান এক রহস্যের জালে বন্দী। সরকারি নথি অনুযায়ী, দরিয়া-ই-নূরের বর্তমান অবস্থান হওয়ার কথা সোনালী ব্যাংকের ভল্ট। তবে বাস্তবে এর অস্তিত্ব নিয়ে আছে ঘোর অনিশ্চয়তা। ভল্টে হীরা আছে কি না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মকর্তারা। হীরা পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি সরকারের ভূমি সংস্কার বোর্ডও। এ নিয়ে চলতি বছরের ১২ মে একটি সংবাদ প্রকাশ করে প্রথম আলো। এরপর ২৬ মে দরিয়া-ই-নূরসহ নবাব পরিবারের মোট ১০৯ ধরনের রত্নালংকার উন্মুক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করে সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সভাপতি করে গঠিত কমিটির তথ্য জানিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন শাখা। কমিটির সদস্যসচিব করা হয় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যানকে। কমিটির বাকি ৯ সদস্য হলেন প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও একজন রত্নবিশেষজ্ঞ। কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কমিটি ঢাকা নওয়াব এস্টেটের অস্থাবর সম্পত্তি দরিয়া-ই-নূরসহ ১০৯ ধরনের রত্নের তালিকা তৈরি করবে এবং সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশনা দেবে। এরপর বেশ কয়েক মাস কমিটির কোনো কার্যক্রম না থাকলেও সম্প্রতি তারা দুটি বৈঠক করে। বৈঠকের পর কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, তারা প্যাকেটটি খুলে দেখবে এবং জাতির সামনে সত্য প্রকাশ করা হবে। ১১ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে হীরার প্যাকেট উন্মুক্ত করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। রত্নবিশেষজ্ঞ হিসেবে ফাহাদ কামাল নামে একজনকে কমিটিতে যুক্ত করা হয়। কমিটির একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানায়, যেহেতু এটি স্পর্শকাতর এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া, তাই ৫ অক্টোবর সোনালী ব্যাংকে ছয় সদস্যের একটি উপকমিটি মহড়া চালায়, যাতে মূল পরিদর্শনের সময় কোনো গাফিলতি না হয়। সূত্র আরও জানায়, পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য পুরো প্রক্রিয়াটি ক্যামেরায় রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে না। আর গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে শুধু বিটিভিকে রাখা হবে এবং অন্য গণমাধ্যমগুলোকে পরবর্তী সময়ে ব্রিফ করা হবে। তবে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলেও গত বৃহস্পতিবার ভূমি সংস্কার বোর্ডের এক চিঠির মাধ্যমে হঠাৎ সেই কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। চিঠিতে বলা হয়, 'আগামী ১১ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেটের অস্থাবর সম্পত্তি দরিয়া-ই-নূর ও অন্যান্য মূল্যবান গয়নাসামগ্রীর সেফ ডিপোজিটসমূহ উন্মুক্তকরণ কার্যক্রম অনিবার্য কারণবশত নির্দেশক্রম স্থগিত করা হলো।' জানতে চাইলে ওই কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রথম আলোকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবের ওই দিন উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তবে তাঁর হঠাৎ ব্যস্ততার কারণে ওই তারিখে কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে হীরা যাচাই কমিটির সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ সচিব আব্দুর রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের কয়েকজন সদস্য ঢাকার বাইরে মিটিংয়ে গিয়েছিলেন বলে ওটা স্থগিত করা হয়েছে।' দ্রুত পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

চতুর্থ দিনে ভারত-উইন্ডিজ টেস্ট, ফিরে এল ১৪ বছরের পুরোনো স্মৃতি

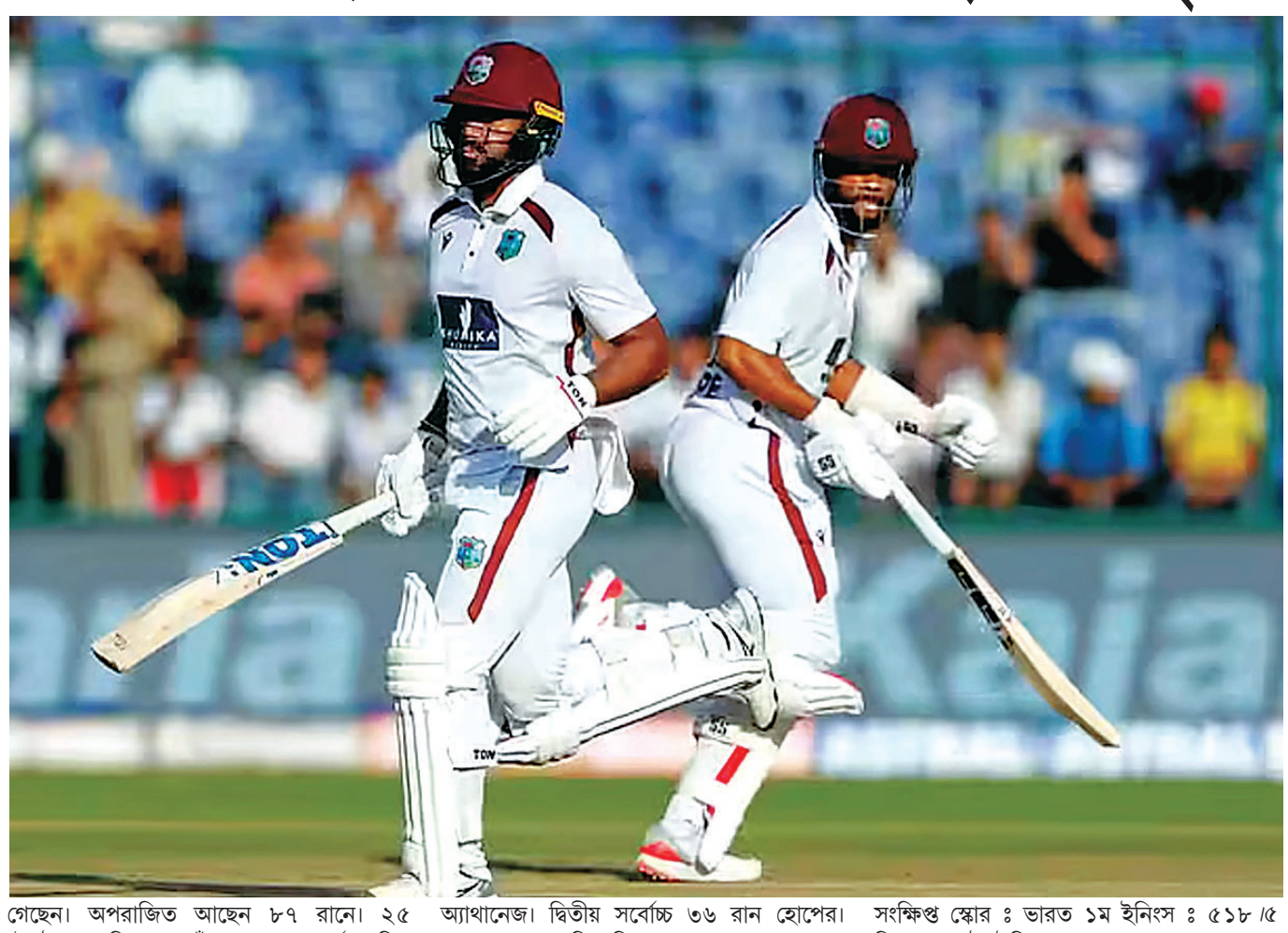

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই ম্যাচ গড়িয়েছে চতুর্থ দিনে!

বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহার না করলে ভুলই হবে। ১৪ বছর তো আর কম সময় নয়। ২০১১ সালের পর ভারতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট এবারই তো প্রথমবার তিন দিন পেরিয়ে চতুর্থ দিনে গড়াল। মাঝে পাঁচটি টেস্টই শেষ হয়েছে তিন দিনে। যার চারটিতেই ভারত জিতেছে ইনিংস ব্যবধানে। আর একটিতে ভারতীয়রা জেতে ১০ উইকেটে।

চলমান দিল্লি টেস্টটা চার দিনে গড়ালেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখনো ইনিংস ব্যবধানে হারের শঙ্কায় আছে। ফলো অন করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দিনটা শেষ করেছে ২ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে। ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে এখনো ৯৭ রানে পিছিয়ে আছে দলটি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দিনটা শুরু করেছিল প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৪০ রান নিয়ে। আর ১০৮ রান যোগ করতেই অলআউট হয়ে ফলো অনে পড়ে দলটি। ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলে ২ উইকেট।

শুবমান গিলের অসাধারণ এক ক্যাচের শিকার হয়ে ফেরেন তেজনারায়ণ চন্দরপল। মোহাম্মদ সিরাজের বলে মিডউইকেটে পুরো শরীর শূন্য ভাসিয়ে ক্যাচটি নেওয়ার পর স্লাইড করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়েছিল ভারত অধিনায়কে। এরপর অ্যালিক অ্যাথানেজকে বোল্ড করে ভারতকে দ্বিতীয় উইকেট এনে দেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

তৃতীয় দিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ম্যাচ। এমনটাই যখন ভাবছিলেন সবাই, শাই হোপকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান জন ক্যাম্পবেল। তৃতীয় উইকেটে দুজন যোগ করেছেন ১৩৮ রান।ওপেনার ক্যাম্পবেল তো টেস্ট ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ইনিংসটাই পেয়ে গেছেন। অপরাজিত আছেন ৮৭ রানে। ২৫ টেস্টের ক্যারিয়ারে তাঁর আগের সর্বোচ্চ ছিল ৬৮, ২০২০ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। শাই হোপও পেয়ে গেছেন ফিফটি, দিন শেষে অপরাজিত আছেন ৬৬ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪১ রান করেছেন অ্যাথানেজ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬ রান হোপের। দারুণ এক ডেলিভারিতে হোপকে বোল্ড করা কুলদীপ যাদবই প্রথম ইনিংসে ভারতের সেরা বোলার। ৮২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার। আরেক বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা নিয়েছেন ৩ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ ভারত ১ম ইনিংস ঃ ৫১৮ /৫ ডি.। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ ৮১.৫ ওভারে ২৪৮ (অ্যাথানেজ ৪১, হোপ ৩৬, চন্দরপল ৩৪ কুলদীপ ৫ /৮২, জাদেজা ৩/৪৬) ও ৪৯ ওভারে ১৭৩/২ (ক্যাম্পবেল ৮৭, হোপ ৬৬ সিরাজ ১/১০, সুন্দর ১/৪৪)।

লাহোরে পাকিস্তানের দাপট, বড় সংগ্রহের পথে

লাহোর ঃ লাহোরে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের প্রথম দিনে খেলা হয়েছে ৫৪০ বল, মানে ৯০ ওভার। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা দাপট দেখিয়েছে মাত্র ১৬টি বলে। চা বিরতির আগে ও পরে ১৬ বলে কোনো রান খরচ না করে পাকিস্তানের ৩ উইকেট তুলে নেন দুই স্পিনার সেনুরান মুতুসামি ও সাইমন হারমার। বাকি সময়টাতে দাপট দেখিয়েছে পাকিস্তানই। তবে দলীয় ১৯৯ রানেই পরপর ইমাম-উল-হক, সৌদ শাকিল ও বাবর আজমকে হারানোয় দিন শেষে পাকিস্তানের রানটা খুব বড় হয়নি। শান মাসুদের দল প্রথম দিন শেষ করেছে ৫ উইকেটে ৩১৩ রানে। প্রথম দিন শেষে সালমান আগা ৫২ ও মোহাম্মদ রিজওয়ান ৬২ রানে অপরাজিত আছেন। দ্বিতীয় দিনে নিশ্চয়ই দুজনে চাইবেন পাকিস্তানের সংগ্রহটা ৫০০ রানের আশপাশে নিয়ে যেতে। দক্ষিণ আফ্রিকার চাওয়াও হবে যত দ্রুত পাকিস্তানকে অলআউট করা। কারণ, লাহোর টেস্টের প্রথম দিনেই উইকেটে টার্ন দেখা গেছে। আর পাকিস্তান দলে আছেন ঘরের মাঠে ভয়ানক দুই স্পিনার নোমান আলী ও সাজিদ খান। বড় রান তোলা তাই এইডেন মার্করামের দলের জন্য কঠিন হতে পারে! লাহোরে আজ পাকিস্তানের ব্যাটিং দাপট দেখা গেছে শুরু থেকেই। ইনিংসের প্রথম ওভারে কাগিসো রাবাদার বলে আবদুল্লাহ শফিক ফিরলেও তাঁর প্রভাব পড়েনি পাকিস্তানের ইনিংসে। অনেকটা ওয়ানডে মেজাজেই ব্যাটিং করেছেন শান মাসুদ ও ইমাম। দুজনে মিলে প্রথম ১০ ওভারে তুলেছেন ৫১ রান। সর্বশেষ পাকিস্তান টেস্টে প্রথম ১০ ওভারে ৫০ রান তুলেছিল ২৫ বছর আগে। ২০০০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফয়সালাবাদে সেই ম্যাচে ওপেন করেছিলেন কিংবদন্তি সাঈদ আনোয়ার ও শহীদ আফ্রিদি। সব মিলিয়ে দুজনে মিলে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তোলেন ১৬১ রান। যে জুটিতে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছেন ছন্দে থাকা ইমাম। বাঁহাতি এই ওপেনার টেস্ট ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি করেছেন ৬৫ বলে। সেঞ্চুরি পাননি, ৯৩ রানে মুতুসামির বলে শর্ট লেগে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন। সেঞ্চুরি না পেলেও ইমাম যে কতটা দারুণ ছন্দে আছেন, সেটিই প্রমাণ করেছেন। পাকিস্তানের এই ওপেনার লাহোর টেস্টের আগে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট ওয়ানডে কাপে সর্বশেষ ৮ ম্যাচে চারটি সেঞ্চুরি ও তিনটি ফিফটি করেছিলেন। ইমামের আগেই অবশ্য ফেরেন শান মাসুদ। পাকিস্তান অধিনায়ক করেছেন ৭৬ রান। দলীয় ১৬৩ রানে ডানহাতি স্পিনার প্রেনেলান সুব্রায়েনের বলে এলবিডব্লু হয়েছেন শান মাসুদ। টেস্টে এটি তাঁর ১২তম ফিফটি। চা বিরতির আগের ওভারে ইমাম ফেরার পর উইকেটে আসা শাকিল আউট হন প্রথম বলেই। চার বিরতি থেকে ফিরে হারমারের বলে এলবিডব্লু হন বাবর। বাবর করেন ২৩ রান। দলীয় ১৯৯ রানে দাঁড়িয়েই ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে থাকা পাকিস্তানকে টেনে তোলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আগা। দুজনেই বেছে নেন পাল্টা আক্রমণের পথ। বাবর ফেরার পরের ওভারেই স্পিনার মুতুসামির বলে উইকেট থেকে বেরিয়ে এসে ছক্কা মারেন রিজওয়ান। পরের ওভারেই হারমারের বলে মারেন দুই চার। দুজনে গড়েছেন অবিচ্ছিন্ন ১১৪ রানের জুটি। তাতে প্রথম দিনটা শেষ হয়ে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থেকেই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ঃ ৯০ ওভারে ৩১৩ /৫ (ইমাম ৯৩, শান মাসুদ ৭৬, রিজওয়ান ৬২ মুতুসামি ২ /১০১, হারমার ১/৭৫)

প্রথম দিন শেষে

আমাদের বোলারদের এত মেরো না জয়সোয়ালকে লারা

নয়া দিল্লি ঃ ইনিংস হার, ইনিংস হার, ইনিংস হারভারতের মাটিতে সর্বশেষ পাঁচ টেস্টেই ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিল্লিতে চলমান সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও এর ব্যতিক্রম হবে কি না, আপাতত অজানা। প্রথম ইনিংসে ২৭০ রানে পিছিয়ে থাকার পর ভারত ক্যারিবীয় দলটিকে ফলোঅনে পাঠিয়েছে।

আর এমন সময়েই সামনে এসেছে একটি ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সোয়ালকে বলছেন, 'আমাদের বোলারদের এত মেরো না।'

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে করেছে ৫ উইকেটে ৫১৮ রান। এর মধ্যে ১৭৫ রানই এসেছে জয়সোয়ালের ব্যাট থেকে। ২৩ বছর বয়সী বাঁহাতি ওপেনারের এটি ১৫০ রানের পঞ্চম ইনিংস। বয়স ২৪ পূর্ণ হওয়ার আগে এতসংখ্যক দেড়শোর্ধ্ব রানের ইনিংস আছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথের।

জয়সোয়ালের মাইলফলক ও দুর্দান্ত ব্যাটিংকে কেন্দ্র করে একটি ভিডিও চিত্র বানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। সেখানেই দেখা যায় জয়সোয়ালকে লারার বলা কথাটি।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভিডিওটি শুরু হয়েছে মাঠের পাশে লারার সঙ্গে জয়সোয়ালের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। লারাকে দেখে জয়সোয়ালই এগিয়ে যান। জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন আছেন স্যার?' লারা তাঁকে আলিঙ্গন করে ভালো আছেন জানিয়ে জয়সোয়ালেরও কুশল জানতে চান। এরপরই লারা জয়সোয়ালকে বলেন, 'আমাদের বোলারদের এত মেরো না।' লারা কথাটা যে মজার ছলে এবং প্রশংসা করেই বলেছেন, সেটা বুঝতে পেরে বিনয়াবনত জয়সোয়াল হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি শুধু চেষ্টা করছি।' এরপর তাঁকে শুভকামনা জানিয়ে চলে যান লারা।

এখন পর্যন্ত ২৬ টেস্ট খেলা জয়সোয়াল ৫২.৬১ গড়ে করেছেন ২৪২০ রান। যার মধ্যে ৭টি সেঞ্চুরি ও ১২টি ফিফটি।

১৫ জন কর্মকর্তা 'হেফাজতে' আছেন, জানিয়েছে সেনাবাহিনী

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গুম সংক্রান্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা এখনো হাতে পায়নি বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তবে ১৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে হেফাজতে নেওয়ার তথ্য জানিয়েছে তারা। আজ বিকেলে ঢাকায় আর্মি অফিসার্স মেসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মো.হাকিমুজ্জামান।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুম করে নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের করা দুটি মামলায় ৩০ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বুধবার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাদেরকে আগামী ২২ তারিখের মধ্যে গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে।

এই পরোয়ানায় সাবেক ও কর্মরত কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার নাম আছে।

এই সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতার ও বিচার নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনাও চলছে। এরই মধ্যে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সেনাবাহিনী।

সেখানে মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামান জানান, দুটি মামলার ৩০ জন আসামির মধ্যে ২৫ জনই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে ৯ জন অবসরপ্রাপ্ত, একজন এলপিআরে গেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ১৫ জন।

তিনি জানান, সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারি পরোয়ানা এখনো তাদের হাতে পৌঁছেনি এবং পুলিশের পক্ষ থেকেও তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি।

আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেনা কর্মকর্তাদের হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা। এক প্রশ্নের উত্তরে মেজর জেনারেল হাকিমুজ্জামান জানান, সেনাবাহিনী নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে, তবে আইসিটির এই বিষয়টায় অবশ্যই আমাদের মোরালে অ্যাফেক্ট করবে।

সংবিধান স্বীকৃত বাংলাদেশের সব আইনের প্রতি সেনাবাহিনী শ্রদ্ধাশীল এই কথা উল্লেখ করে মি. হাকিমুজ্জামান জানান, গত ৮ই অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং টিভি স্ক্রল বা গণমাধ্যম থেকে জানার পরপর সেদিনই এলপিআরের একজনসহ ১৬ জন কর্মকর্তাকে সেনা হেফাজতে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সেনা কর্মকর্তা জানান, একজন বাদে ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জনই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেনা সদরে জয়েন করেছে। শুধু একজন যোগাযোগ করেননি বিধায় পরিবারের সাথে যোগাযোগ করি। শুধুমাত্র মেজর জেনারেল কবির হেফাজতে আসেননি।

নয় তারিখে তিনি (মেজর জেনারেল কবির আহাম্মদ) বাসা থেকে বের হন আইনজীবীর সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত আর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেননি। সে হিসেবে তিনি একটা ইললিগ্যাল অ্যাবসেন্টে আছেন। ইললিগ্যাল অ্যাবসেন্স ঘোষণা করে প্রসিডিউর নেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে। তিনি যেন দেশের বাইরে যেতে না পারে সেজন্য সকল পোর্টে বলা হয়েছে, জানান মেজর জেনারেল মি. হাকিমুজ্জামান।

তবে এই কর্মকর্তারা এখন আর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তারা সেনা হেফাজতে আছেন, নাকি সেনা সদরে সংযুক্ত হয়েছেন এমন প্রশ্নে পরে তিনি উল্লেখ করেন, তারা হেফাজতে আছেন। তবে যেহেতু বেতন ও রেশন সংক্রান্ত নানা হিসাব রাখতে হবে তাই সংযুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত হয়েছে কি না এমন প্রশ্নে তিনি জানান, গুম কমিশন কাজ করছে। আর্মি আরেকটা কমিশন করলে সেটাকে আন্ডারমাইন করা হবে। এই কমিশনকে যতটুকু সাহায্য করার সেটা করছি। সেনাপ্রধান আবারো জানিয়েছেন আমরা জাস্টিসের পক্ষে, নো কম্প্রোমাইজ উইথ ইনসাফ।

গুমের বা নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলোর প্রতি তাদের সহানুভূতি আছে বলেও জানান বলেন মো. হাকিমুজ্জামান।

প্রসঙ্গত, গত ছয়ই অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে এক সংশোধনী এনেছে।

ওই সংশোধনী অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হলে সেই ব্যক্তি সরকারি চাকরিজীবী হলে ওই পদে থাকতে পারবেন না বলে ট্রাইব্যুনালের একাধিক প্রসিকিউটর জানান।

ছয়ই অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের ফলে অভিযোগ দাখিলের পর আর সরকারি চাকরিরত এই সেনা কর্মকর্তাদের চাকরি থাকে না এই প্রশ্ন করা হলে মেজর জেনারেল হাকিমুজ্জামান জানান, সেই প্রজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।

কিছু কর্মকর্তার এমন অপরাধের দায় সেনাবাহিনী নেবে কি না এমন প্রশ্নে তিনি 'দায় নেওয়া উচিত কি না' বলে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

সামরিক কর্মকর্তাদের বিচার কীভাবে হবে সেই প্রশ্নও তৈরি হয়েছিল চার্জশিটে তাদের নাম আসার পর। এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর নিজস্ব আইনে সামরিক আদালতে, নাকি প্রচলিত ফৌজদারি আইনে বিচার করা যাবে– এমন প্রশ্নও তৈরি হয়।

এ প্রসঙ্গে আইনজীবী ও সাবেক সেনা কর্মকর্তারা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, ট্রাইব্যুনাল বা ফৌজদারি আইনে সেনা কর্মকর্তা বা সেনা সদস্যদের বিচার হতে কোনো বাধা নেই।

আজ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা বিষয়টি জানতে চাইলে মি. হাকিমুজ্জামান বলেন, তারা একইসাথে আইসিটি (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) ও সেনা আইন মুখোমুখি করতে চান না।

সাবেক কর্মকর্তাদের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সাবেক কর্মকর্তারা সেনা আইনের আওতায় পড়েন না। তবে তারা চাইলে সেনাবাহিনীর হেফাজতে আসতে পারেন, অথবা আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারেন।

পুলিশ চাইলে তাদের গ্রেফতার করতে পারে বলেও জানান তিনি। ডিজিএফআই নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে তিনি উল্লেখ করেন, র‍্যাব ও ডিজিএফআই সেনাবাহিনীর অধীনে না। র‍্যাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ডিজিএফআই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (বর্তমানে যা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়) অধীনে। তাই অভিযুক্তরা সেনা কর্মকর্তা হলেও সেখানে সেনাবাহিনীর কথা বলার এখতিয়ার নেই। ২২ শে অক্টোবর তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা যাবে কি না এমন প্রশ্নে জানান, আইনি উপায়েই সমাধান করা হবে।

অঙ্কের প্রতি কেন কিছু মানুষের ভীতি থাকে?

কলকাতা ঃ একজন কৃষকের কাছে তিনটি ভিন্ন ধরনের পশু রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি বাদে সবকটি ভেড়া। চারটি বাদে সব ছাগল এবং পাঁচটি বাদে সবই ঘোড়া। ওই কৃষকের কাছে কোন ধরনের পশু কটা করে রয়েছে? যদি এই প্রশ্নটা পড়ে আপনার জটিল বলে মনে হয়, তাহলে বলে রাখা ভালো, আপনি একা নন। আপনার মতো অনেককেই এই প্রশ্ন দেখে চিন্তায় পড়তে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো কেন অঙ্ক কারো কারো কাছে কঠিন আর কারো কাছে একেবারে সহজ ঠেকে?

বিজ্ঞানীদের মতে এক্ষেত্রে জিন একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে তা একটা বড় ধাঁধার ছোট্ট অংশ মাত্র। এর নেপথ্যে কারণটা জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের এক জটিল সংমিশ্রণ।

তবে অন্যান্য প্রশ্ন এবং তার উত্তর খুঁজতে যাওয়ার আগে বলে রাখা ভালো, ওই কৃষকের কাছে একটি ঘোড়া, দুটো ছাগল এবং তিনটি ভেড়া রয়েছে।

লন্ডনের গোল্ডস্মিথস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউলিয়া কোভাস একজন জিনতত্ত্ববিদ এবং একইসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী যিনি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের গণিত সমাধানের ক্ষমতা কেন আলাদা তা নিয়ে গবেষণা করেন।

জেনেটিক্স এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মতো কারণগুলো কীভাবে শেখার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য তিনি প্রায় ১০ হাজার আইডেন্টিকাল টুইনস (অভিন্ন যমজ) এবং নন-আইডেন্টিকাল টুইনস (বিষম যমজ)-এর ওপর এই গবেষণা করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, একটা নিষিক্ত ডিম্বাণু বিকশিত হয়ে দু'টো ভ্রূণে বিভক্ত হলে আইডেন্টিকাল টুইন বা অভিন্ন যমজ শিশুর জন্ম হয়। এক্ষেত্রে ওই যমজ শিশুর একই লিঙ্গ হয় এবং তাদের জিনগত উপাদান একই।

আবার যখন দুটো ডিম্বাণু দুটো ভিন্ন শুক্রাণু দ্বারা স্বাধীনভাবে নিষিক্ত হয়, তখন নন-আইডেন্টিকাল টুইন বা বিষম যমজ শিশু জন্মায়। তাদের লিঙ্গ এক নাও হতে পারে। তাদের জিনগত উপাদানের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকে।

প্রফেসর কোভাস ব্যাখ্যা করেছেন, নন-আইডেন্টিকাল যমজ শিশুদের চেয়ে আইডেন্টিকাল যমজ শিশুদের মধ্যে গুণগত সামঞ্জস্য বেশি। তাই গাণিতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য দেখা গেছে। অর্থাৎ শুধু ঘরের পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে এই পার্থক্যকে বোঝা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জিনেরও একটা অবদান রয়েছে বলে মনে হয়।

তার মতে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং যৌবনে গণিত শেখার এবং দক্ষতার ওপর জিনগত উপাদানের প্রভাব থাকে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ।

ইউলিয়া কোভাসের কথায়, এটা এই ধারণাকেই আরও মজবুত করে তোলে যে এক্ষেত্রে জিন এবং পরিবেশ দুইই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের গুরুত্ব

তবে এর পাশাপাশি আমরা যে পরিবেশে বাস করি, তাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার বিষয়টা এমন নয় যে আমাদের স্কুল কতটা ভালো বা হোমওয়ার্কের সময় কতটা সাহায্য মেলে তার ওপরই শুধু এটা নির্ভর করে।

প্রফেসর কোভাস জানিয়েছেন অনেক সময় কিছু 'কাকতালীয়' বিষয়ও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন রেডিওতে শোনা কিছু একটা যা আমাদের আগ্রহের দিশাকেই বদলে দিয়েছে।

তবে যে কোনো ব্যক্তির জিনগত প্রবণতা যে তাকে একটা বিশেষ ধরনের এক্সপোজার বা প্রতিক্রিয়া দেয়, তাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

যুক্তরাজ্যের লফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা ড. ইরো জেনিডো-দারভো জানিয়েছেন, সবাই গণিতে বিশেষজ্ঞ না হলেও একটা ভালো খবর হলো মানুষ নিজের গাণিতিক দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস, মনোভাব এবং আবেগ আমাদের সংখ্যাগত জ্ঞান এবং গাণিতিক দক্ষতা বিকাশে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ড. জেনিডো-দারভোর মতে, ম্যাথমেটিক্স অ্যাংজাইটি বা গণিত নিয়ে উদ্বেগ পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই বিষয়টা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যারা এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে উন্নতি করতে চায় যে তারা অঙ্ক পারবে।

ম্যাথমেটিক্স অ্যাংজাইটি কী?

ড. জেনিডো-দারভোর মতে অঙ্ক করতে গিয়ে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা কিন্তু মানুষকে 'ভয় ও উদ্বেগের দুষ্টচক্রে'র মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে পারে। বিভিন্ন কারণে এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ হয়ত বলেছে যে আপনি অঙ্কে কাঁচা বা অঙ্ক পরীক্ষায় আপনার সহপাঠীদের চেয়ে কম নম্বর পাচ্ছেন।

তার কথায়, অঙ্ক নিয়ে ভয় আমাদের গণিত থেকে দূরে করে দেয়। এই দূরত্ব অঙ্কে দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে ঠেলে দেয় এবং দুর্বল পারফরম্যান্স 'গণিত নিয়ে উদ্বেগকে' বাড়িয়ে তোলে। এটা একটা চক্রের মতো।

আর ঠিক এইভাবেই এই বোঝা আমাদের ওয়ার্কিং মেমোরির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এখানেই কিন্তু আমাদের চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া চলে।

ড. জেনিডো-দারভো বলেছেন, যখন আমরা উদ্বিগ্ন থাকি তখন নেতিবাচক চিন্তা আমাদের এই মূল্যবান মানসিক জায়গার একটা বড় অংশ দখল করে ফেলে। এর ফলে বাস্তবে অঙ্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য খুব একটা ক্ষমতা বাকি থাকে না।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি লফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। নয় থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে কাজের স্মৃতি এবং 'গণিত নিয়ে উদ্বেগ'র মধ্যে সম্পর্ককে খতিয়ে দেখা হয়েছিল ওই গবেষণায়।

গবেষণার সময় বাচ্চাদের দুই ডিজিটের অঙ্ক মনে মনে করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এমন এক পরিস্থিতিতে তার সমাধান করতে বলা হয় যখন তাদের কিছু শব্দ শুনতে এবং মনে রাখতে হতো। ড. জেনিদো-দারভো ব্যাখ্যা করেছেন যে এই পরিস্থিতিতে গণিত নিয়ে বেশি মাত্রায় উদ্বেগে ভোগা শিশুদের পারফরম্যান্স কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

সংখ্যা সম্পর্কে সহজাত বোধ

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ব্রায়ান বাটারওয়ার্থ কগনিটিভ নিউরোসাইকোলজি নিয়ে কাজ করেন। তার গবেষণায় দেখা গেছে যে সংখ্যা বোধের ক্ষেত্রে মানুষের একজাতীয় বিল্ট-ইন বা জন্মগত ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতা সেই সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যেও যারা কখনো গণনা করতেই শেখেনি। তবে তিনি জানিয়েছেন যে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে, এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি খুব একটা ভালো কাজ করে না। শেখার ক্ষেত্রে একতা বড় সমস্যা হলো ডিসক্যালকুলিয়া। সংখ্যা এবং পরিমাণ বুঝতে এবং এই বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এই সমস্যা। প্রফেসর বাটারওয়ার্থের মতে, এই সমস্যা ডিসলেক্সিয়ার মতোই সাধারণ এবং প্রায় পাঁচ শতাংশ মানুষকে তা প্রভাবিত করে। ডিসক্যালকুলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও সাধারণ অঙ্ক যেমন প্রশ্ন যেমন পাঁচ ও আটের গুণফল বা ১৬ ও ছয়ের যোগফল বের করতেও সমস্যা হয়। প্রফেসর বাটারওয়ার্থ এবং তার টিম এমন একটা গেম ডিজাইন করেছেন যা বাচ্চাদের, বিশেষত ডিসক্যালকুলিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মৌলিক গাণিতিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করছে। তবে তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই জাতীয় উদ্যোগের প্রভাব এখনো স্পষ্ট নয়। প্রফেসর বাটারওয়ার্থের কথায়, এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাথমিক পর্যায়েই যাতে এই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং পরবর্তী কয়েক বছর তাদের বিকাশের ওপর নজর রাখা যায়। এই প্রসঙ্গে এটাও একটা প্রশ্ন যে কেন অঙ্ক অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে আলাদা। অঙ্ক শেখাকে একটা মানসিক ইটের পাঁচিলের তৈরির সঙ্গে তুলনা করেছেন ড. জেনিডো-দারভো। এক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মজবুত ভিত্তি থাকাটা একেবারে অপরিহার্য। অঙ্কের ক্ষেত্রে এই ইটগুলোকে বাদ দিয়ে আপনি এগোতে পারবেন না। যেমন ইতিহাসের একটা যুগ সম্পর্কে আপনার অল্প জ্ঞান থাকলেও চলবে, কিন্তু অঙ্কের বিষয়ে এটা প্রযোজ্য না, বলেছেন তিনি।

প্রফেসর ইউলিয়া কোভাস ২০০০ এর গোড়ার দিকে পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে প্রোগ্রাম (আন্তর্জাতিক ছাত্র মূল্যায়ন জরিপ)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ১৫ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের গণিত, পড়তে পারা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা পরিমাপ করা এবং বিশ্বজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়।

প্রফেসর ইউলিয়া কোভাস বলেছেন, এই জরিপের শীর্ষে ছিল চীনা শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার আরও কয়েকটা দেশ ও ফিনল্যান্ডের শিক্ষার্থীরাও ছিল। এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে থাকার কারণে এক্ষেত্রে ফিনল্যান্ডকে 'ইউরোপীয় প্যারাডক্স' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

ভালো ফল করা এই দেশগুলোর কাছ থেকে কী আমরা কিছু শিখতে পারি?

চীনের জিয়াংসি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সহকারী অধ্যাপক ঝেনঝেন মিয়াও ব্যাখ্যা করেছেন যে চীনে গণিত শিক্ষা চারটি মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এগুলো হলো মৌলিক জ্ঞান, মৌলিক দক্ষতা, মৌলিক গাণিতিক অভিজ্ঞতা এবং মৌলিক গাণিতিক চিন্তাভাবনা।

ড. মিয়াও-এর মতে, চীনে শিক্ষক এবং শিক্ষাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেখা হয়।

শিক্ষকদের প্রতিদিন কেবল একটা বা দু'টো ক্লাস নিতে হয়, যাতে তাদের কাছে পাঠ প্রস্তুত করা এবং তার পরিমার্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে।

ফিনল্যান্ডের তুর্কু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক পেক্কা রেইসানেন জানিয়েছেন, ফিনল্যান্ডের গণিত শিক্ষা ব্যবস্থাও মৌলিক দক্ষতার বিষয়ে মনোযোগ দেয়। তিনি বলেন, ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল নীতি সর্বদাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মৌলিক দক্ষতার গ্যারান্টি দেওয়া।

প্রফেসর রেইসানেন ব্যাখ্যা করেছেন যে ফিনল্যান্ডে শিক্ষক হওয়ার জন্য পাঁচ বছরের একাডেমিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক।

এখানে এর জন্য উপলব্ধ আসনের চেয়ে দশ গুণ বেশি প্রার্থী আবেদন করেন। কারণ এখানে শিক্ষকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।

তবে অধ্যাপক কোভাস এও জানিয়েছেন যে প্রতিটা দেশের ক্ষেত্রেই কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিছু বৈষম্যও রয়েছে যা এই বিষয়টার জটিলতাকেই দর্শায়।

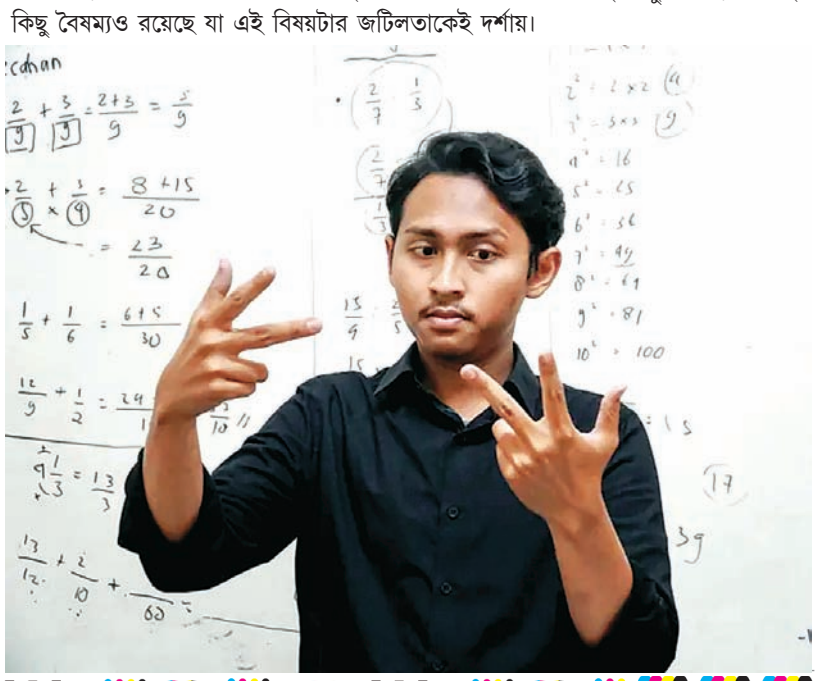

হাসিনার বিচারকাজ সরাসরি সম্প্রচারকালে সাইবার হামলা : চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম

ঢাকা : মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অভিযুক্তদের বিচারকাজ ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচারকালে সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। রোববার দুপুরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। প্রসিকিউশনের (রাষ্ট্রপক্ষ) যুক্তিতর্ক সরাসরি সম্প্রচারের সময় চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের ফেসবুক পেজে সাইবার অ্যাটাক হয়। ফেসবুক পেজটি সাময়িকভাবে ডিজেবল করে দিয়েছিল হামলাকারীরা। পরে সেটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়, বলেন মি. ইসলাম। তিনি আরও বলেন, তারা যে আমাদের ভয় পায়, এই যে যুক্তিতর্ক, এটার যে এভিডেন্স, তাদের যে নিষ্ঠুরতার বর্ণনা, এটা যাতে দুনিয়াবাসী জানতে না পারে, তাদের জানতে দিতে এই অপরাধীরা চায় না। সে জন্য আমাদের ফেসবুক পেজের ওপর তারা সাইবার হামলা চালিয়েছে।

সীমান্তে 'প্রতিশোধমূলক' হামলায় পাকিস্তানের ৫৮ সেনা নিহত, দাবি আফগান তালেবানের

কাবুল (ক্যারি ডেভিস) : আফগানিস্তানের তালেবান সরকার নিশ্চিত করেছে যে পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় তারা হামলা চালিয়েছে। তালেবানের একজন মুখপাত্র জানিয়েছে যে এই 'প্রতিশোধমূলক' হামলায় ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনাসদস্য নিহত হয়েছে।

এর আগে, পাকিস্তান গত বৃহস্পতিবার আফগান আকাশসীমা লঙ্ঘন করে, তাদের সীমান্তের ভেতরে একটি বাজারে বোমা হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করে তালেবান সরকার।

পরে নিজেদের হামলাকে তারা ' প্রতিশোধমূলক অভিযান ' বলে অভিহিত করে।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি বলেছেন, আফগান হামলাগুলো 'বিনা উস্কানিতে' করা হয়েছিল এবং বেসামরিক নাগরিকদের উপর গুলি চালানো হয়েছিল।

মি. নাকভী সতর্ক করেছিলেন যে, তার দেশের বাহিনী 'প্রতিটি ইটের বিনিময়ে একটি পাথর' দিয়ে পাল্টা জবাব দেবে।

ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, কাবুল তার মাটিতে পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে। যদিও এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে তালেবান সরকার।

আফগান ও পাকিস্তান উভয় পক্ষই কুনার-কুররাম অঞ্চলে ছোট অস্ত্র ও কামান ব্যবহার করেছে বলে বিবিসি জানতে পেরেছে।

তালেবানদের হামলার 'তীব্র নিন্দা' জানিয়ে মি. নাকভি বলেন, বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর আফগান বাহিনীর গুলিবর্ষণ আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ এক পোস্টে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মি. নাকভি বলেছেন, আফগানিস্তান আগুন ও রক্তের খেলা খেলছে।

পাকিস্তানের মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন, পাকিস্তানের একজন সামরিক মুখপাত্র।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি।

তবে সেখানকার একটি নিরাপত্তা সূত্র বিবিসির কাছে দাবি করেছে, পাকিস্তান - আফগানিস্তান সীমান্তের বেশ কয়েকটি স্থানে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।

এসব স্থানের মধ্যে রয়েছে আঙ্গুর আড্ডা, বাজাউর, কুররাম, দির, চিত্রল এবং বারামচা।

কুররাম জেলার জিরো পয়েন্টে কর্মরত একজন পুলিশ কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় রাত বারোটা নাগাদ আফগানিস্তানের দিক থেকে ভারী অস্ত্রের মাধ্যমে গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

সীমান্তের একাধিক স্থান থেকে ব্যাপক গোলাগুলির খবর পাওয়ার কথা জানিয়েছেন তারা।

গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আফগানিস্তানের একটি শহরে দুটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাওয়ার পর দেশটির তালেবান সরকার পাকিস্তানকে কাবুলের 'সার্বভৌম ভূখণ্ড' লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।

শুক্রবার তালেবান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আফগানিস্তানের দক্ষিণ - পূর্ব সীমান্তবর্তী পাকতিকা প্রদেশে পাকিস্তান একটি বেসামরিক বাজারে বোমা হামলা চালিয়েছে।

সেখানকার স্থানীয় মানুষ বিবিসির আফগান সার্ভিসকে জানিয়েছে, এতে বেশ কয়েকটি দোকান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

আফগানিস্তানকে 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি ' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে একজন শীর্ষ পাকিস্তানি জেনারেল অভিযোগ করেছেন।

পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে আফগান তালেবানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে যে, তারা টিটিপি নামে পরিচিত পাকিস্তান তালেবানকে তাদের ভূমি থেকে কাজ করার এবং ইসলামাবাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দিয়েছে।

যাতে তারা কঠোর ইসলামী নেতৃত্বাধীন শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারে।

আফগান তালেবান সরকার সবসময়ই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

সাম্প্রতিক এই শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতির সাথে আফগান তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সপ্তাহব্যাপী ভারত সফরের সাথে মিলে যায়।

দিল্লি জানিয়েছে, তারা কাবুলে আবার দূতাবাস চালু করবে। যেটি চার বছর আগে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে আসার পর বন্ধ

হয়ে গিয়েছিল।

মি. নাকভী সতর্ক করে বলেছেন, ভারতের মতো আফগানিস্তানকেও উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। যাতে তারা পাকিস্তানের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস না করে।

গত মাসে পাকিস্তানের সাথে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরকারী সৌদি আরব এক বিবৃতিতে, আত্মসংযম এবং ইসলামাবাদ ও কাবুলের মধ্যে উত্তেজনা যাতে না বাড়ে সে আহ্বান জানিয়েছে।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কাতার। একইসাথে, উভয় পক্ষকেই 'সংলাপ, কূটনীতি এবং সংযমকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ' আহ্বান জানিয়েছে কাতার। প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসীদের তালিকায় রয়েছেন মি. মুত্তাকি। তাই ভারত সফরের জন্য তার বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

এই প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কমিটি আমির খান মুত্তাকিকে এই সফরের অনুমতি দিয়েছে।

আফগানিস্তানে ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর আমির খান মুত্তাকির প্রথম ভারত সফর ছিল এটি।

জিম্মি মুক্তির আগে তেল আবিবে বিশাল সমাবেশে ট্রাম্পের প্রশংসা

তেল আবিব। হামাসের হাতে থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের সম্ভাব্য মুক্তির আগে তেল আবিবের এক সমাবেশে অংশ নিয়েছে লাখ লাখ মানুষ।

সেই সমাবেশে অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ বলেছেন, জিম্মিরা ঘরে ফিরে আসছে। তিনি গাজা যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের ফেরানোর বিষয়টিকে সম্ভব করে তোলায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা করেন।

ওদিকে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলছেন, ইসরায়েলি সেনা সরে যাওয়ার পর গত দুই দিনে প্রায় ৫ লাখ মানুষ গাজার উত্তরাঞ্চলে ফিরে এসেছে।

এদিকে যুদ্ধ অবসানের সমঝোতা চূড়ান্ত করতে একটি শীর্ষ বৈঠক আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মিশর।

ট্রাম্পসহ প্রায় কুড়িজন নেতা শারম আল-শায়েখে সোমবার ওই বৈঠকে অংশ নিবেন বলে মিশরের প্রেসিডেন্টের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার বৈঠকের অংশ নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তবে মিশরে যাওয়ার আগে ইসরায়েলে যাবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার কন্যা ইভাঙ্কা ও জামাতা জ্যারেড কুশনারও শনিবারের সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছেন।

যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি সমঝোতার আওতায় হামাসকে সোমবার স্থানীয় সময় বারটা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিলো ৪৮ জিম্মির সবাইকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে ২০ জন জীবিত বলে মনে করা হয়।

হামাসের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা ওসামা হামদান এএফপিকে বলেছেন, সমঝোতা অনুযায়ী সোমবার সকালে বন্দি বিনিময় শুরু হবে।

আভিভ হাভরনের পরিবারের সদস্যদের ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবরে হামাসের হামলার সময় হত্যা করা হয়েছিলো। তার পরিবারের ৭ জনকে অপহরণ করা হয়েছিলো তখন।

তেলআবিবে বিবিসিকে তিনি বলেছেন, এটা কমিউনিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা ফিরে আসছে। এটা ছাড়া আমরা আমাদের জীবন আবার শুরু করতে পারি না।

আমার বোনেরা ও দুই ভগ্নীপতি খুন হয়েছিলো। পরিবারের ৭ জনকে অপহরণ করা হয়েছে-আমার সবচেয়ে বড় বোন অপহৃত, তার কন্যা, তার নাতি। কমিউনিটির চারজনের মৃতদেহ এখনো গাজায়।

শুলামিট ও ডেভিড গিনাট বলছেন, সব জিম্মিদের অবশ্যই রক্ষা করা দরকার।

তারা আমাদের ভাই ও বোন। আমরা ক্ষত কাটিয়ে ওঠতে চাই। আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে ক্ষত উপশম করতে চাই।

তেলআবিবের সমাবেশে অংশ নেওয়া অনেকে বলেছেন, 'ধন্যবাদ, ট্রাম্প'। আবার উইটকফ যখন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নাম উল্লেখ করেন, তখন অনেকে দুয়ো ধ্বনি দেন।

ওদিকে গাজায় ইসরায়েলি সেনারা যেসব এলাকা ছেড়ে গেছে, সেখানকার নিয়ন্ত্রণের জন্য হামাস তাদের যোদ্ধাদের মোতায়েন করেছে।

অবশ্য কে গাজা শাসন করবে- এই অনিশ্চয়তা ও অভ্যন্তরীণ সহিংসতার আশংকার মধ্যে এটাই প্রত্যাশিত ছিলো। হামাস ও গাজার কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে ঘরবাড়ি হারানো ফিলিস্তিনিরা গাজার উত্তরের দিকে আসা অব্যাহত রেখেছে। অনেকেই এসে তাদের ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখছেন।

এখানে আর কোনো ঘর নেই। সব শেষ, গাজা থেকে বলছিলেন আইনজীবী মোসা আলদৌস। রাজা সালমি নামে একজন এএফপিকে বলেছেন তার সব স্মৃতি ধূলায় মিশে গেছে।

যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি সমঝোতা অনুযায়ী গাজায় আরও ত্রাণ বাহী লরি যাওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জানিয়েছে, বিপুল সংখ্যায় ত্রাণ বাহী লরি এখনো গাজায় প্রবেশ করেনি।

সংস্থাটি বলছে, তাদের লক্ষ্য শহর জুড়ে ১৪৫টি জায়গায় নিয়মিত খাদ্য বিতরণ আবার শুরু করা।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, বৃহস্পতিবার ৫০০ ট্রাক ত্রাণ গাজায় প্রবেশ করেছে।

জাতিসংঘের মতে, গাজার প্রায় ৫ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের মধ্যে আছে।

ইসরায়েল এসব প্রত্যাখ্যান করেছে। নেতানিয়াহু বলেছেন, কোথাও ক্ষুধা দেখা গেলে তার দায় সাহায্য সংস্থা ও হামাসের।